









Becoming Innovative; Becoming Relatable

The financial affairs are experiencing complexities and technological advancements. The Banking industry is rapidly changing too. The booming industry in our country is at the threshold to adapt to this changing scenario. SIBL being a second generation bank has been able to make a strong foothold in the banking industry. From the very inception, SIBL has been striving to adopt new technologies to make the financial services easier for its clients.

Very recently we have launched SIBL NOW, a mobile app, to make our internet banking services user-friendly. Using this App anybody can execute financial transactions such as fund transfer, utility bill payment, credit card bill payment, mobile top-up etc. sitting on his armchair anytime and from anywhere.

SIBL has now 155 branches across the country. This is a milestone for us which many 2nd generation banks could not achieve. SIBL has Islamic Microfinance Family Empowerment Program for the ultra-poor of the country. It is significantly contributing to poverty alleviation. Out of our commitment to bring the remotest people under banking services, we have already opened 86 agent banking outlets and many more on the table.

Despite many setbacks in the last year, we could achieve considerable growth in all business parameters. We are always in the frontline to uphold the satisfaction of the clients. Keeping that in mind, last year we introduced a new deposit product named Super Savings with 1% extra profit for the senior citizens and women of any age of the country.

ADVISOR

Quazi Osman Ali Managing Director & CEO

EDITORIAL ADVISOR

Kazi Towhidul Alam Additional Managing Director

EDITORIAL TEAM

Md. Abdur Razzak FAVP, Head of MDS

Md. Humayun Kabir Fakir SEO & Incharge, Branding & Communications

Md. Ashaduzzaman Pramanik EO, Branding & Communications

Halima Noor

JO, Branding & Communications

Published by

Branding & Communications Division

WHAT'S INSIDE



INTERVIEW



23RD **ANNIVERSARY**



SUCCESS



TRAVELOGUE



COVER STORY



FINANCE

TÊTE-À-TÊTE

EMPOWERING WOMEN-RECOGNITION BEGINS AT HOME

20 গল্প

সহযাত্ৰী

ARTICLE 26

GREEN BANKING GETS MOMENTUM IN BANGLADESH

কবিতা 32

HEALTH TIPS 38

শীতকালীন ও পরবর্তী সময়ের স্বাস্থ্য সমস্যা ও প্রতিকার

SIBL NEWS

18

07

SCHOOL BANKING CONFERENCE 46

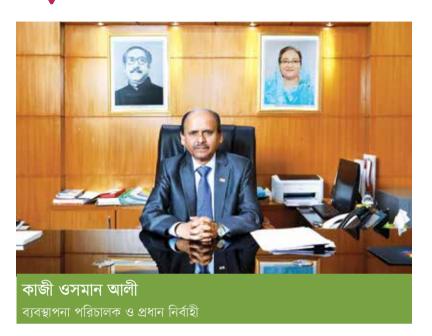
TEAM SIBL

48



DISCOVERING BANGLADESH 50

INTERVIEW



ইসলামী ব্যাংক হিসেবে ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠাই এসআইবিএলের বড় সাফল্য

২৪ বছরে পদার্পণ করেছে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (এসআইবিএল)। বর্তমানে ১৫৫টি শাখা ও ৮৭টি এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে ব্যাংকটি। দীর্ঘ সময় ধরে পথচলা ও আগামী দিনের পরিকল্পনা নিয়ে বণিক বার্তার সঙ্গে কথা বলেন ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নিৰ্বাহী কাজী ওসমান আলী।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আব্বাস উদ্দিন নয়ন

২৩ বছরের পথচলায় সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের অর্জন কী?

দরদি সমাজ গঠনের প্রত্যয় নিয়ে দ্বিতীয় প্রজন্মের ব্যাংক হিবেে ১৯৯৫ সালের ২২ নভেম্বর এসআইবিএলের যাত্রা। সোশ্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক নামে শুরু করলেও পরবর্তী সময়ে ব্যাংকের নাম হয় সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড। মাত্র পাঁচটি শাখা
নিয়ে যাত্রা করলেও বর্তমানে আমাদের
মোট শাখা ১৫৫ টিতে দাঁড়িয়েছে।
পাশাপাশি ৮৭টি এজেন্ট ব্যাংকিং
আউটলেট ও ৭৭টি এটিএম বুথ
স্থাপনের মাধ্যমে গ্রাহকদের সেবা দিচ্ছে
এসআইবিএল। বিস্তৃত কার্যপরিধি
নিয়ে গ্রাহক সম্ভুষ্টি ধরে রাখাই
ব্যাংকের জন্য বড অর্জন। আমরা

গ্রাহকদের সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হয়েছি।
দীর্ঘ পথচলায় বাংলাদেশ ব্যাংক,
শেয়ারহোল্ডার ও স্টেকহোল্ডারসহ
সব পক্ষের আস্থা অর্জন করেছে
এসআইবিএল। সামাজিক দায়বদ্ধতার
মধ্যে থেকে ব্যাংকিং কার্যক্রম
পরিচালনা করাও আমাদের একটি
অর্জন। আমরা একটু একটু করে
এসআইবিএলের পাইওনিয়ার প্রডাক্ট



ক্যাশ ওয়াক্ফকে জনপ্রিয় করে
তুলতে পেরেছি। শরীআ'হ নীতিমালা
পরিপালন করে গ্রাহকদের সর্বোচ্চ
সেবা দেয়া হচ্ছে। সামাজিক, জাতীয়
ও রাষ্ট্রীয় নানা দুর্যোগে এসআইবিএল
সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।
দ্রুত সময়ের মধ্যে আধুনিক সেবা
প্রদান, ডিজিটাল পেমেন্টের ক্ষেত্রে
নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণও গ্রাহকের
অনেক কাছে নিয়ে গেছে আমাদের।
আমি মনে করি, একটি শরীআ'হ
কমপ্লায়েন্ট ব্যাংক হিসেবে নিজেদের
ইমেজ প্রতিষ্ঠা করাই এসআইবিএলের
সবচেয়ে বড সাফল্য।

ব্যাংকিং ব্যবসায় সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের বর্তমান অবস্থান কেমন?

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই উত্তম গ্রাহক সেবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে কাজ করেছে এসআইবিএল। ব্যাংকিং কার্যক্রমের সব ইন্ডিকেটরে নিজেদের শক্ত অবস্থান অব্যাহতভাবে ধরে রেখেছি আমরা। আমানত, বিনিয়োগ, আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য, প্রবাসী আয় ও পরিচালন মুনাফাসহ সব সূচকে ইতিবাচক ধারা অব্যাহত রয়েছে। গত বছরের তুলনায় চলতি হিসাব বছরে রপ্তানি বাণিজ্য প্রায় ৯ শতাংশ, রেমিট্যান্স ৫ শতাংশ ও আমানত ৮ দশমিক ৫০ শতাংশ বেড়েছে।

কোন বিষয়গুলোয় গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে এসআইবিএল?

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সব পর্যায়ে ব্যাংকের অংশগ্রহণ বিস্তৃত করেছে এসআইবিল। সারা দেশে শাখা বিস্তৃত করার মাধ্যমে গ্রাহক সংখ্যাও আনুপাতিক হারে বাড়ছে। যেসব প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাংকের শাখা খোলা সম্ভব হচ্ছে না, সেসব এলাকায় এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করার

পরিকল্পনা নিয়েছি। এরই মধ্যে ৮৭টি এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট চালু করা হয়েছে। আমরা শুরু থেকেই সামাজিক অঙ্গীকার ও দারিদ বিমোচনের কর্মসচি বাস্তবায়নে নারী ও পারিবারিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। এ লক্ষ্যে 'ফ্যামিলি এমপাওয়ারমেন্ট ইসলামিক মাইকো-ফাইন্যান্স প্রোগ্রাম' চালু করেছি। ক্ষুদ্র বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছি। এছাডা ছাত্র-ছাত্রীদের সঞ্চয়ে আগ্রহী করে তোলার জন্য আমরা সারা দেশে স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম বিস্তৃত করেছি। বর্তমানে আমাদের স্কুল ব্যাংকিংয়ে হিসাব সংখ্যা প্রায় ১৪ হাজার, যাতে প্রায় ২০ কোটি টাকা জমা রয়েছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বিনিয়োগের কথা বলছিলেন। এক্ষেত্রে এসআইবিএল কেমন অবদান বাখছে?

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় অর্থায়নের প্রচেষ্টাকে আরো জোরদার করেছে এসআইবিএল। আমাদের মোট বিনিয়োগের ২৬ শতাংশই এসএমইকে ঘিরে। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ খাতে বিনিয়োগ স্থিতি দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫ হাজার ৭০০ কোটি টাকা। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৩ হাজার ৪৮৯ জন এসএমই উদ্যোক্তার মাঝে ৭ হাজার ৮৯২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। নারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানে একটি বেসরকারি সংস্থা 'এস ১১ লিমিটেড'-এর সঙ্গে আমরা সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। এছাড়া সারা দেশের ৬১টি শাখার মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে 'পারিবারিক ক্ষমতায়নে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম' নামের একটি প্রকল্প পরিচালনা করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে নভেম্বর

২০১৮ পর্যন্ত ৭ হাজার ২৪১ জন বিনিয়োগ গ্রহীতার মধ্যে মোট ৮৮ কোটি টাকা এসএমই ঋণ দেয়া হয়েছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো আমানত সংকটে ভুগছে বলে শোনা যাচ্ছে। এসআইবিএলও কি আমানত সংকটে আছে?

ব্যাংকগুলোর আমানত সংকট নিয়ে এক বছর ধরেই নানা আলোচনা চলছে। তবে এসআইবিএল এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। অধিকাংশ ব্যাংক আমানত সংকটে ভোগার সময়েও আমাদের হাতে প্রচুর নগদ অর্থ ছিল। বিনিয়োগের জন্য আমাদের হাতে এখনো অনেক অর্থ রয়েছে। জুন পর্যন্ত প্রায় ২৪ হাজার কোটি টাকার আমানত স্থিতির বিপরীতে আমাদের বিনিয়োগ ২১ হাজার কোটি টাকার বেশি। ফলে এসআইবিএলের তারলা সংকটের কোনো বিষয় নেই। বাংলাদেশ ব্যাংক এডি রেশিও সমন্বয়ের জন্য আগামী বছরের মার্চ পর্যন্ত সময় দিলেও আমরা আগে থেকেই সমন্বয় করে চলছি।

আমানত ও ঋণের সুদহার এক অংকে নামিয়ে আনার বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত কীভাবে দেখছেন?

আমরাই প্রথম সরকারের উদ্যোগে
সাড়া দিয়েছি। এক অংকের সুদহার
বিষয়ে বিজ্ঞাপন দিয়ে সাধারণ মানুষকে
জানিয়েছি। এ বছরের ১ জুলাই
থেকেই আমাদের বিনিয়োগের মুনাফার
হার ৯ শতাংশ কার্যকর করেছি।
আমরা এটা বাস্তবায়ন করার পর
বেসরকারি খাতের ব্যাংক মালিকরা
২০ জুলাই ঋণের সুদহার এক অংকে
নামিয়ে আনার ঘোষণা দেন। একই
সঙ্গে তারা আমানতের সুদ বা মুনাফার

হার নির্ধারণ করেন ৬ শতাংশ।

নতুন পরিচালনা পর্ষদ দায়িত্ব নিয়েছে। এতে ব্যাংকের সেবার ক্ষেত্রে কী পরিবর্তন এসেছে?

২০১৭ সালে ব্যাংকটিতে নতুন পরিচালনা পর্যদ দায়িত্ব নেয়ার পর এক বছরের মধ্যে ১৫টি নতুন শাখা চালু করা হয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে এ সময়ে সারা দেশে ২২টি এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট স্থাপন করা হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সব ধরনের সেবা দেয়ার পাশাপাশি ইসলামী মাইক্রো-ফাইন্যান্সের কার্যক্রম অব্যাহত রেখে আমরা এখন আরো আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ব্যাংকিং সেবা দিচ্ছি। আমার বিশ্বাস এসআইবিএল আগামী কয়েক বছরের মধ্যে দেশের শীর্ষ একটি ইসলামী ব্যাংক হিসেবে নিজেদের অবস্থান সুসংহত করবে।

করপোরেট সুশাসন উন্নয়নে এসআইবিএল কী পদক্ষেপ নিয়েছে?

এসআইবিএল শুরু থেকেই কমপ্পায়েন্স মেনে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। পরিচালনা পর্যদের সদস্যরা ব্যাংকের স্বাভাবিক কার্যক্রমে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করেন না। বিনিয়োগ প্রদান ও আমানত গ্রহণসহ সব ধরনের কার্যক্রম কর্মকর্তারা স্বাধীন ও স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন করেন। যেকোনো সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও এর কর্মকর্তারাই কাজ করেন। অডিট ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনাসহ সব বিভাগ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা মেনে কাজ করে। শরীআ'হ পরিপালন ও আর্থিক স্বচ্ছতার জন্য শরীআ'হ বোর্ড আলাদা নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন করে। ফলে করপোরেট গভর্ন্যান্সের ক্ষেত্রে এসআইবিএল শতভাগ কমপ্লায়েন্ট। আমরা এটা জোর দিয়ে বলতে পাবি।

ব্যাংকিং খাতে মানবসম্পদ নিয়ে অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে। আপনাদের অবস্থা জানাবেন?

ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনাকে এসআইবিএল সবচেয়ে বেশি গরুত্ব দিয়ে আসছে। আমাদের প্রতিটা বিভাগে দক্ষ ও শক্তিশালী জনবল নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। সময়োপযোগী সব বিষয়ে কর্মকর্তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের ফাউন্ডেশন কোর্স করানোর মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। ফরেন ট্রেড, লিডারশিপ বিল্ডিং, অ্যান্টি মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক এবং তথ্যপ্রযুক্তির বিষয়ে

সারা দেশের শাখা ব্যবস্থাপকদের নিয়মিত লিডারশিপ ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা মানার পাশাপাশি এ বিষয়ে বিআইবিএমের সঙ্গেও কাজ করছে এসআইবিএল।

২৪তম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে গ্রাহক ও শেয়ারহোল্ডার আপনাদের কাছে কী আশা করতে পারে?

দেশের মানুষ ব্যাংকিং সেবা গ্রহণের জন্য নিরাপদ ও উন্নত সেবা চায়। তাদের একটি বড় অংশই আবার শরীআ'হভিত্তিক ব্যাংকিং সেবায় আগ্রহী। তাদের আস্থার নাম এসআইবিএল। বাজারে অধিকাংশ ব্যাংক আমানত সংগ্রহের জন্য তীব্র প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত থাকলেও এসআইবিএলকে তা নিয়ে ভাবতে হয়নি। সর্বশেষ হিসাব বছরে আমরা শেয়ারহোল্ডারদের ১০ শতাংশ লভ্যাংশ দিয়েছি। চলতি বছর আমাদের সাফল্য বিগত বছরের তুলনায় বেশি। ভবিষ্যতে আমরা বিনিয়োগকারীদের জন্য বড় কিছু করতে পারব বলে আশাবাদী। পরিচালনা পর্ষদ, শেয়ারহোল্ডার, গ্রাহক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক সাফল্যের শীর্ষস্থানে পৌছতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস।



সূত্র: বণিক বার্তা ২৫ নভেম্বর ২০১৮



Shariah Compliant Card = 24/7 transaction facility





SIBL Islami Platinum Credit Card

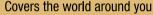
Simply Prestigious

- Free access to Balaka VIP Lounge at Hazrat Shahjalal International Airport
- Free Supplementary Card (1st Supplementary)
- Cash withdrawal facility from ATM (both Locally and Internationally)
- Fund Transfer Facility up to 90% of available balance to card holder account maintaining with any bank
- o% EMI (Equated Monthly Installment) facility
- Attractive Discount facilities at selective merchant outlets
- E-commerce transactions at Locally and Internationall



SIBL Islami Credit Card

Local Credit Card, Local Classic Credit Card, Local Gold Credit Card, Dual Classic Credit Card, Dual Gold Credit Card)



- Cash withdrawal facility from ATM (both Locally and Internationally)
- Fund Transfer Facility up to 90% of available balance to card holder account maintaining with any bank
- o% EMI (Equated Monthly Installment) facility
- POS transactions (both Locally and Internationally)
- Profit Free Period up to 51 days
- E-commerce transactions secured by OTP (One Time Password)





SIBL Islami Debit Card

Access your account any time, any where

- Accepted at all local ATM, POS & E-commerce
- Directly linked to the Cardholder's Account of SIBL
- Attractive Discount facilities at selective merchant outlets
- E-commerce transactions secured by OTP (One Time Password)
- Mobile Top-up through ATM (Q-cash network)



SIBL Prepaid Card

(Prepaid Hajj/Travel/Student/Gift Card)

Recharge & Enjoy

- Accepted at all local ATM, POS & E-commerce
- Accepted in Saudi Arabia only (ATM & POS) for Hajj Card
- Attractive Discount facilities at selective merchant outlets
- E-commerce transactions secured by OTP (One Time Password)
- Roaming bill payment facility







23RD ANNIVERSARY CELEBRATION



Social Islami Bank Limited celebrated its 23rd Anniversary on 22 November 2018 at the Corporate Office of the Bank by cutting an anniversary cake. Honorable Chairman of the Board of Directors of the Bank, Professor Md. Anwarul Azim Arif, former Vice Chancellor of University of Chittagong,

was present in the program as chief guest. He thanked all the employees for their contribution and also remembered the founders of this Bank. Managing Director and CEO of the Bank, Mr. Quazi Osman Ali said that SIBL had been capable to retain considerable growth in deposit, investment, foreign trade,

operating profit and other indices of the Bank. He inspired all to work together to retain the continuous growth of the Bank. Additional Managing Directors, Deputy Managing Directors and all the executives of SIBL Head Office were present in the program.













BRANCH OPENING

Expansion of branch network is an ongoing activity of the Bank, SIBL opened 18 branches last year to strengthen its network. Among them some of stories of branch opening are furnished here.

KAFRUL BRANCH, DHAKA: A LANDMARK TO REACH ITS 150TH BRANCH.

Social Islami Bank Limited (SIBL) opened its 150th Branch on 25.10.2018 at Kafrul, Dhaka, Mr. Md. Abul Kalam Azad. honorable Chief Coordinator of Prime Minister's Office (SDG), inaugurated the Branch as the chief guest of the ceremony. Professor Md. Anwarul Azim Arif, honorable Chairman of SIBL, was present at the ceremony as special guest. Mr. Quazi Osman Ali, Managing Director & CEO, presided over the inaugural ceremony. Mr. Md. Sayedur Rahman and Mr. Md. Kamal Uddin, honorable Directors of SIBL and Mr. Jamal Uddin, Panel Mayor of Dhaka North City Corporation were present at the ceremony. Deputy Managing Directors, valued clients and eminent businessmen of the area were also present at the ceremony.



The chief guest Mr. Md. Abul Kalam Azad informed that SIBL has taken initiatives to diversify its services which will help the people of this area for getting banking services. The Chairman of the Bank Md. Anwarul Azim Arif informed that Bank renders all baking services by applying modern tools and

technology. In his speech, Managing Director mentioned that SIBL follows Shariah principles at all level of banking. He emphasized that SIBL will be able to meet all kinds of banking needs of the people in this area through its 150th Branch which is also a landmark achievement for SIBL.

NAZU MIAH HAT BRANCH, CHATTOGRAM

Social Islami Bank Limited (SIBL) opened its Nazu Miah Hat Branch on 19 December 2018 at Nazu Miah Hat, Hathazari, Chattogram. Professor Md. Anwarul Azim Arif, honorable Chairman of Social Islami Bank Limited inaugurated the Branch as the Chief Guest. Mr. Quazi Osman Ali, Managing Director and CEO of the Bank presided over the program.



JHALAKATHI BRANCH

Social Islami Bank Limited (SIBL) opened its Jhalakathi Branch on 20 December 2018 at Doctorpatty Road, Jhalakathi Sadar, Jhalakati. Dr. Md. Jahangir Hossain, honorable Director of Social Islami Bank Limited inaugurated the Branch as the Chief Guest. Mr. Kazi Towhidul Alam, Additional Managing Director of the Bank presided over the program.



NATORE BRANCH

Social Islami Bank Limited (SIBL) opened its Natore Branch on 23 December 2018 at Natore. Mr. Quazi Osman Ali, Managing Director and CEO of Social Islami Bank Limited inaugurated the Branch as the Chief Guest. Mr. Md. Sirajul Hoque, Deputy Managing Director of the Bank presided over the program.



BRAHMANBARIA BRANCH

Social Islami Bank Limited (SIBL) opened its Brahmanbaria Branch on 26 December 2018 at Brahmanbaria. Mr. Quazi Osman Ali, Managing Director and CEO of Social Islami Bank Limited inaugurated the Branch as the Chief Guest.



BASILA ROAD BRANCH, DHAKA

Social Islami Bank Limited (SIBL) opened its Basila Road Branch on 27 December 2018 at Basila, Dhaka. Professor Md. Anwarul Azim Arif, honorable Chairman of Social Islami Bank Limited and Former Vice Chancellor of University of Chittagong, inaugurated the Branch as the Chief Guest. Mr. Md. Sayedur Rahman and Dr. Md. Jahangir Hossain, honorable Directors of Social Islami Bank Limited were present as Special Guests. Mr. Quazi Osman Ali, Managing Director and CEO of the Bank presided over the program.







BUSINESS CONFERENCE

HALF-YEARLY BUSINESS CONFERENCE 2018

Social Islami Bank Limited arranged Half-Yearly Business Conference for the year 2018 at Hotel Lakeshore, Dhaka on 06-07 July 2018. Professor Md. Anwarul Azim Arif, honorable Chairman of the Bank inaugurated the conference as Chief Guest. The program was chaired by the Managing Director & CEO of the Bank Mr. Quazi Osman Ali. The Chairman of the Bank suggested some forward looking business strategies for comprehensive growth of the bank and urged all the employees to work with whole hearted effort. Welcoming the participants, the Managing Director &



CEO stated that Social Islami Bank has achieved steady growth in all the business indicators through rendering modern and technology-based Islami Banking service at the doorstep of the people of the country. Additional Managing Director, Deputy Managing Directors,

Divisional Heads, Senior Executives and all Managers of 142 Branches of the Bank attended the program. The Conference reviewed overall progress of the bank during January-June 2018 and chalked out various policy measures for achieving yearly target for 2018 of the Bank.

BUSINESS CONFERENCE-2018: 18 BRANCHES OF NORTHERN REGION

Social Islami Bank Limited (SIBL) daylong arranged a **Business** Conference-2018 to evaluate the business position of the Bank at a Hotel in Dhaka on 20 October 2018. Mr. Quazi Osman Ali, Managing Director and CEO of the Bank, inaugurated the conference being the chief guest. Mr. Ihsanul Aziz, Additional Managing Director, Mr. Kazi Towhidul Alam, Additional Managing Director, Mr. Abu Naser Chowdhury, Deputy Managing Director and Mr. Md.



Sirajul Hoque, Deputy Managing Director were present at the program. Overall business activities were reviewed during the last nine months of the Bank at the conference. Branch managers brought out their business achievements. The Managing Director also focused on various policy measures for achieving yearly business target of 2018.

QUARTERLY BUSINESS CONFERENCE-2018: AGRABAD, CHATTOGRAM

Social Islami Bank Limited arranged Quarterly Business Conference for the months July-September 2018 at Hotel Agrabad, Ichamati Hall, Chattogram on 13 October 2018 for the branches of Chattogram region. Managing Director & CEO of SIBL, Mr. Quazi Osman Ali, was present there as chief guest. Additional Managing Directors Mr. Ihsanul Aziz and Mr. Kazi Towhidul Alam, Deputy Managing Directors Mr.



Abu Naser Chowdhury and Mr. Md. Sirajul Hoque, and Senior Executives of the Bank attended the program. The CEO of the Bank has suggested

some forward looking business strategies for comprehensive growth of the Bank and instructed all the employees to work dedicatedly.

AGENT BANKING OUTLET

Expansion of financial inclusion to bring the unbanked marginal people under the umbrella of banking services, SIBL opened 20 Agent Banking Outlets last year. Some of the activities are described below:

.....

Social Islami Bank Limited (SIBL) opened its 81st Agent Banking Outlet at Algi Bazar, Haimchar, Chandpur on 22.10.2018. Deputy Managing Director of the Bank, Mr. Md. Sirajul Haque formally inaugurated the Agent Banking Unit as the Chief Guest. The program was presided over by agent of the unit Mr. Md. Mahbub Alam.



Algi Bazar Agent Banking Outlet at Chandpur

Social Islami Bank Limited (SIBL) opened its 82nd Agent Banking Outlet at Chinatola Bazar, Monirampur, Jashore on 31.10.2018. Deputy Managing Director of the Bank, Mr. Md. Sirajul Hoque inaugurated the Agent Banking Outlet as the Chief Guest. The program was presided over by the agent of the outlet, Mr. Nayan Kumar Chatterje.



Chinatola Agent Banking Outlet at Jashore

Social Islami Bank Limited (SIBL) opened its 85th Agent Banking Outlet at Handial Bazar, Chatmohor, Pabna on 26.11.2018. Mr. Md. Sirajul Haque, Deputy Managing Director, inaugurated the Agent Banking Outlet being the Chief Guest. The program was presided over by Mr. Abul Kashem Master, Assistant Teacher, Shomaj High School. Senior bank officials along with local dignitaries were also present in the program.



Handial Bazar Agent Banking Outlet at Pabna

Social Islami Bank Limited (SIBL) opened its 86th Agent Banking Outlet at Sharatola Bazar, Sharsha, Jashore on 04.12.2018. Deputy Managing Director of the Bank, Mr. Md. Sirajul Hoque inaugurated the Agent Banking Outlet as the Chief Guest. Head Master of Sharatola High School, Mr. Mohammad Abdur Alim was present as Special Guest. The program was presided over by Mr. Mohammad Hossain Ali, Chairman of Dihi Union Porishad.



Sharatola Agent Banking Outlet at Jashore



AGREEMENT SIGNING

AGREEMENT WITH FINTECH INNOVATIONS INTERNATIONAL DMCC

Social Islami Bank Limited (SIBL) signed an agreement with Fintech Innovations International DMCC, UAE on 09.07.2018 at a ceremony held at the Head Office of the Bank. Mr. Quazi Osman Ali, Managing Director & CEO of SIBL and Ms. Azizunnesa Huq, Executive Director of Fintech Innovations International DMCC, UAE signed the agreement on behalf of the respective organizations. Under the agreement, SIBL will become a subscriber of 'TRADE ASSETS'



digital platform which is a blockchainpowered trade finance e-Marketplace. Being a subscriber of the e-Marketplace, SIBL will be able to reach out to

.....

member foreign financial institutions of the platform directly, with a view to executing trade finance related transactions.

MOU WITH HATIL COMPLEX LIMITED

Social Islami Bank Limited (SIBL) and HATIL Complex Limited signed a Memorandum of Understanding (MOU) at the Head Office of the Bank on 13 September 2018. In presence of the Managing Director & CEO of Social Islami Bank Limited Mr. Quazi Osman Ali, Senior Manager (Marketing) of HATIL Mr. Ranajit Roy and other Senior Executives of both the organizations were present in the program. Under this agreement, SIBL's Islamic Credit Cardholders can enjoy EMI



facility for purchasing the products of

HATIL without any profit charge.

MOU WITH US-BANGLA AIRLINES

Social Islami Bank Limited (SIBL) and US-Bangla Airlines signed a of Memorandum Understanding (MOU) at the Head Office of the Bank on 30 August 2018. In presence of the Managing Director & CEO of Social Islami Bank Limited Mr. Quazi Osman Ali, SEVP & Head of Card Division of the Bank Mr. Zabed Amin and Head of Marketing & Seles of US-Bangla Airlines Mr. Md. Shafiqul Islam signed the agreement on behalf of the respective organizations. Under this agreement,



SIBL's Islamic Credit Cardholders can enjoy EMI facility against the payment

of the price of ticket of US-Bangla Airlines without any profit charge.

AGREEMENT WITH BANGLADESH BANK

Social Islami Bank Ltd (SIBL) signed an agreement with Sustainable Finance Department of Bangladesh Bank to participate in Islamic Refinance Scheme for investing in Green Products/ Initiatives. The Agreement Signing Ceremony was held on October 09, 2018 at the Conference Room of Sustainable Finance Department of Bangladesh Bank. Mr. Quazi Osman Ali, Managing Director & CEO of SIBL and Mr. Manoj Kumar Biswas,



General Manager, Sustainable Finance Department of Bangladesh Bank signed the agreement on behalf of the respective organizations.

AGREEMENT WITH REGENT AIRWAYS LTD

Social Islami Bank Limited and Regent Airways LTD signed a Memorandum of Understanding (MOU) at the Bank's Head Office on 26 September 2018. In presence of the Managing Director & CEO of Social Islami Bank Limited, Mr. Quazi Osman Ali, SEVP & Head of Consumer Investment Division of the Bank, Mr. Zabed Amin and Director of Regent Airways Mr. Sohail Majid, signed the MOU on behalf of their respective organizations. Under this agreement, SIBL's Islamic Credit Cardholders can



enjoy EMI facility against the payment of the price of Ticket of Regent Airways

LTD without any profit charge upto 6 months.

CORPORATE DEAL WITH MERCANTILE ISLAMI INSURANCE

Social Islami Bank Limited and Mercantile Islami Insurance Limited have signed a corporate deal on 7 August 2018 to provide insurance coverage to the credit card holders of the Bank. In presence of Mr. Quazi Osman Ali, Managing Director & CEO of Social Islami Bank, Mr. Borhan Uddin Mazumder, Managing Director & CEO of Mercantile Islami Life Insurance Limited and Mr. Ihsanul Aziz, Additional Managing Director of SIBL signed the



agreement on behalf of the respective

organizations.



MOU WITH NITOL MARKETING COMPANY (ELECTRONICS)

SIBL signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Nitol Marketing Company (Electronics) on 14.11.2018. In presence of Mr. Quazi Osman Ali, Managing Director & CEO of SIBL, Mr. Md. Sirajul Hoque, Deputy Managing Director of the Bank and Mr. Mazedul Islam, Head of Accounts of Nitol Marketing Company (Electronics) signed the Memorandum on behalf of the respective organizations. Under this agreement, the Islamic Credit



Card holders of SIBLs can enjoy profit free instalment facility if they purchase

products from Nitol Marketing Company (Electronics).

CORPORATE DEAL WITH BANGLADESH RURAL ELECTRIFICATION BOARD

Social Islami Bank Limited (SIBL) signed a corporate deal with Bangladesh Rural Electrification Board (REB) for collecting electric bill of REB through SIBL Agent Banking Outlets at the office of Bangladesh Rural Electrification Board on 30 September 2018. Mr. Md. Sirajul Hoque, Deputy Managing Director of Social Islami Bank Limited and Mr. Md. Hossain Patwary, Director (Finance) of REB



signed the agreement on behalf of their

respective organizations.

AGREEMENT WITH S 11 LIMITED

Social Islami Bank Limited (SIBL) and S 11 Limited (an IT-based service provider organization) have signed a Memorandum of Understanding (MOU) at the Head Office of the Bank on 22 October 2018 in presence of the Managing Director & CEO of Social Islami Bank Limited Mr. Quazi Osman Ali. SEVP & Head of Human Resources Division of the Bank, Mr. Kazi Obaidul Al-Faruk and Managing Director & CEO of S11 Limited, Mr. Sarwar Jahan Morshed signed the agreement on behalf



of the respective organizations. For signing this MOU, S 11 Limited will provide entrepreneurship development

training among Cottage, Micro, Small and Medium Enterprises (CMSMEs) clients of the Bank.

CORPORATE DEAL WITH SUNDARBAN GAS COMPANY LIMITED

Social Islami Bank Limited signed a corporate deal with Sundarban Gas Company Limited for online bill collection at the office of Sundarban Gas Company on 07 August 2018. Mr. Ihsanul Aziz, Additional Managing Director of Social Islami Bank Limited and Mr. Shah Alom Molla, Company Secretary of Sundarban Gas Company Limited signed the agreement on behalf of the respective organizations.



AGREEMENT WITH BELHASA GLOBAL EXCHANGE

Social Islami Bank Ltd (SIBL) signed an agreement with Belhasa Global Exchange, a UAE based global money Exchange Company, to facilitate the inward remittance. Mr. Kazi Towhidul Alam, Additional Managing Director of the Bank and Mr. Sajeev Kumar R, General Manager of Belhasa Golabal Exchange, exchanged the agreement on behalf of their respective organizations on 12.11.2018 at the Corporate Head Quarter of Belhasa Group, Al-Qusais, Dubai, UAE. Mr. Md. Akmal Hossain, SVP & Head of International Division



of SIBL, and Dharmesh Krishnan, Asst. General Manager of Belhasa Global Exchange, were also present there.

Under this agreement, the Bangladeshi expatriates can easily send their money to Bangladesh.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBI



The Corporate Social Responsibility (CSR) of the Bank usually concentrates on health, education, sports, disaster management and environmental programs. Some of the recent ongoing CSR activities of the Bank are:

- Financial assistance of Tk. 3.00 lac to Khalsi Bazar Maddomik Biddaaloy, Pashapol, Chowgacha, Jashore, for bearing the salary of the school teachers and staff.
- Financial assistance of Tk. 12.00 lac



- to 20 financially incapable students of Department of Business Faculty, University of Dhaka for bearing their educational expenses.
- Donation of Tk. 10.00 Crore to the Prime Minister's Relief Fund to continue the ongoing activities among the poor & distressed.
- Donation of Tk. 4.00 crore to the Father of the Nation Bangabandhu

- Sheikh Mujibur Rahman Memorial Trust.
- Financial assistance of Tk. 1.00 crore to the Care and Smile Bangladesh Ltd for continuing their ongoing activities to bring revolution in the health service delivery system of the country.
- Financial assistance of Tk. 2.00 lac to Mr. Romapada Vattacharjee,

- Sylhet for bearing his medical expenses of kidney disease.
- Financial assistance of Tk. 3.00 lac favoring Bangladesh Hockey Federation to organize "Bijoy Dibosh Hockey Tournament 2018"
- Financial assistance of Tk. 2.00 crore to Bangladesh Olympic Association for continuing their ongoing activities.

SOCIAL ISLAMI BANK LIMITED PROVIDED FINANCIAL ASSISTANCE TO PROYASH

Social Islami Bank Limited (SIBL) has recently donated Tk.10.00 (Ten) Lac to Provash, Institute of Special Education, an educational institute for differently abled children & adult patronized by Bangladesh Army, as a part of CSR activities of the Bank. Mr. Quazi Osman Ali, Managing Director and CEO of SIBL, handed over the cheque to Mrs. Dilshad Nahar Aziz, patron of Proyash. Assistant Patron Mrs. Taslim Jahan, Brig Gen Ibne Fazal Shayekhuzzaman, BSP, SGP, afwc, psc, Chairman, Provash and Colonel Md. Shahidul Alam, Executive Director & Principal of Proyash, were also present at the program.



SIBL DONATED MATTRESS FOR HAJJ PILGRIMS

Social Islami Bank Limited (SIBL) donated mattress for the use of hajj pilgrims at the Hajj Camp, Ashkuna on 28 July 2018. Managing Director and CEO of the Bank Mr. Quazi Osman Ali handed over the mattress to the Deputy Secretary and Director of the Hajj Camp Mr. Md. Saiful Islam. Additional Managing Director Mr. Ihsanul Aziz and Shari'ah Supervisory Committee's Murakib Mr. Md. Mahfuzur Rahman and other officials of the bank were present in the program.





STORY OF A SUCCESSFUL

GREEN ENTREPRENEUR OF SIBL

oday we will speak on the success story of Mr. A.N.M Samsul Karim, a man of mid-forty, hails from Noakhali. He is the owner of M/S. Amanat Plastic & Packaging, a green entrepreneur of our Maijdi Branch, Noakhali. He obtained his Masters Degree in Economics from Dhaka University.

A success story of an individual encourages others to be emerged as a successful entrepreneur. Banks have been promoting Green

Entrepreneurs to turn their dream into reality. Green Entrepreneurs deserve appreciation for their working with green projects complying with all the regulatory requirements and making huge impact on environment.

SIBL has been promoting a good number of green entrepreneurs in the field of Recycling,

Auto-Bricks [Hybrid Hoffman Kiln (HHK),
Zig-Zag & Tunnel],
Pyrolosis (producing alternative fuel out of wastage tyre),
Textile & RMG sector etc.

Today we will speak

on the success story of Mr. A.N.M Samsul Karim, a man of mid-forty, hails from Noakhali. He is the owner of M/S. Amanat Plastic & Packaging, a green entrepreneur of our Maijdi Branch, Noakhali. He obtained his Masters Degree in Economics from Dhaka University. He started recycling business in 2003. Before emerging as an entrepreneur in recycling business, he was a Program Manager in an NGO. Now, he has 19 regular staffs and 6 temporary staffs in the project along with a hundred of casual workers working in the factory. He has been enjoying an Investment facility of Tk.2.10 crore under SME financing of SIBL to expand his







business. Annual sales turnover of his business stands at Tk.13.20 crore and he maintains a satisfactory performance in the Investment portfolio with the Branch.

The client produces plastic chips and Poly Propylene (PP) varn from waste PET (plastic) bottles. He sells Poly Propylene (PP) yarn in the local markets and exports PET flakes to China. These flakes are produced following a simple process and using some indigenous machineries (popularly known as Dholaikhal projukti). PET bottle crushing machine, Poly Cutting Machine, Hidro Drier Machine, Treatment Machine, Generator are among the list of machineries which run the project. The local machineries involved a total cost of Tk.54.08 lac. Chinese entrepreneurs are utilizing flakes to manufacture Quilt, Pillow, T-shirt, Fabrics etc. Recycling of PET bottles is protecting our environment from blockage of drains and distortion of soil fertility. Recycling of plastic bottles also saves space from dumping plastic. Some countries are using waste PET bottles in construction of road

too

Mr. Karim gets handsome cash incentive from Bangladesh Bank against exports of PET flakes as a non-traditional item. In 2018, he had already received Tk.20.30 lac as cash subsidy and cash subsidy for another Tk.10.00 lac is under process. So far he has received a sum of Tk.203.52 lac as cash incentives from Bangladesh Bank.

Bangladesh Bank (BB) has been eco-friendly providing policy support, beneficial to both the bankers and entrepreneurs. BB has also been playing conducive role in capacity building of green entrepreneurs. Already 51 green products in 11 categories have

been listed by Bangladesh Bank for Refinance - 'Recycling' is one of them. There is an immense impact of Green Projects on economy and environment. Recycling saves our resources in multiple ways, creates employment opportunities and earns foreign currency for the country. New entrepreneurs can start with the kitchen garbage, industrial waste, medical garbage and with garbage of all sorts. Time has already come to treat wastage as resources.

Many other entrepreneurs like Mr. Karim can come forward with new ventures of transferring waste to resources. In Bangladesh, we have enormous potential of flourishing the Recycling sector. Almost all products have got scope of producing bi-products or similar other products out of wastage through recycling process.

Mr. Karim has been able to turn his dream into reality through hard work and support from SIBL. We look forward for a number of green entrepreneurs to come like Mr. Karim. We can build a sustainable nation together with the emergence of new entrepreneurs in the field of Recycling.



EMPOWERING WOMEN: RECOGNITION BEGINS AT HOME



Shamima Nargis Senior Vice President & Manager Mohammadpur Branch

The Branch Manager of SIBL, Mohammadpur Branch, a vibrant Shamima Nargis, has been able to successful imprinting her name as a seasoned bank professional. She obtained B.S.S. (Hons.) and M.S.S. in Public Administration from Dhaka University with brilliant result. Prior to join SIBL she worked as a Program Officer in a project of Ministry of Health and Family Welfare. She joined SIBL in 1996 as a Probationary Officer. She extensively worked in foreign exchange department. She is presently the branch incumbent of Mohammadpur Branch, before that she also led Begum Rokeya Sarani Branch. The mother of two children talks about her professional and personal life, and also discusses the challenges and prospects of female in this sector.

What made you choose banking as a profession when very few female would like to come in this sector?

Before entering banking profession, I worked in a project of Ministry of Health and Family Welfare for few months. At that time there were not many private commercial banks in operation. At the beginning of my career I was a bit confused whether this industry would survive in the long run. My challenge taking mentality helped me enter in this profession. Banks offer rapid career growth, good pay and benefits, job security and nice working atmosphere for female. Moreover, bank officials are highly respected in the society. So, I decided to join this sector.

What are the major challenges to run a Branch of a Bank being its head?

A branch manager faces a lot of

challenges to overall keep the performances of the Branch high.

Meeting up the customer expectation is always a tough job and becomes tougher now a days. With the increasing number of banks and their branches, the clients' expectations are increasing higher day by day which make it difficult to meet up their requirements and satisfaction as well as retain good clients. Being Head of the Branch, I have to ensure the best customer services through prompt assistance by all the employees of the Branch. A manager has to manage assets and liabilities in a balanced way. Sometimes it becomes very difficult to maximize the profitability with the high cost of fund and lower rate of investment having marginal spread. Proper deployment of human and other resources is a vital role of a manager. Without deploying these resources smooth and efficient, excellent customer

services cannot be ensured. Ensuring necessary alertness by all officials of the branch is crucial to avoid any fraudulent transaction. Branch Manager also needs to enhance employees' job satisfaction and keep their morale up for utilizing their full potential. To meet up the business target set by Head Office management a Branch Manager has to plan, develop, implement and review the strategies of the branch properly and expand business through marketing campaign.

Do you face any challenges or problems being a woman manager in the male dominated sector?

Just a few decades ago, it was almost unimaginable to see a woman as incharge of a bank's branch or other institution. But the scenario has changed a lot. Our Government encourages woman empowerment. In our Bank



our management is also very conscious about woman empowerment. They have given us enough space to reach to this position. I did not face any problem or gender inequality in my workplace. So, I am very thankful to them who are around me to give me support, courage and motivation to come this far. I intermittently face challenges to some extent, I try to overcome those through my strategic skills and professional competencies.

Sometimes I have to stay office for a long time to attend visitors and clients. I have to attend the local gatherings either private or public as a representative of my institution. I have to travel inside and outside of Dhaka to visit prospective business sights. Justifying the feasibility of business proposals is always the most vital thing for a branch. This physical movement sometimes pose hurdles and challenges. Sometimes it becomes late night to return home from visiting business sights.

You have already passed a long time in this career. How do your experiences help you manage the clients as well as the other affairs?

We have to deal with people from all walks of life and in all kinds of financial shape. My experiences help me understand their expectations and I serve them up to their utmost satisfaction. Sometimes we have to resolve customer's disputes through our previous experiences and also solicit suggestions from senior management. For selecting borrower we try to understand their need, intention, capability which help me take decision accordingly. For handling defaulter clients, different techniques are be applied depending on their nature.

Since I have already passed a long time in this career, my knowledge and work experiences in different desks help me plan, develop, monitor, supervise and implement the decisions for achieving the branch target properly.

The banking sector is much more competitive than ever. How do you adopt policies to sustain profitability in this sector?

In such a competitive market, for sustaining profitability, I have to adopt policies based on balance sheet of the branch and business potentiality of the locality. For this I have to emphasize on several issues. We always try to give a fresh experience of excellent and sincere client services different from other competitors to attract new clients and retain the good ones. To maintain a balanced deposit mix by increasing low cost, no cost and perpetual deposit. For this, team wise marketing is ensured. Consolidating asset quality by selecting good borrower, regular monitoring of the investment portfolio to keep them performing are also important. Commission income from non-funded business plays a vital role. I have to look after cost minimization through proper utilization of manpower and incurring other expenditures. I try to explore new and new areas to procure business where high vielding incomes can be ensured.

It can't be ignored that this is the age of technological innovation. Banks will face a tremendous challenge if they can't take timely action of digitization. We are trying to increase our activities in online platforms, providing one stop services. I personally receive email from the clients and reply them. We are providing all facilities of internet banking.

What are the factors that helped you to become a Manager?

I perform my assigned duties with honesty, dedication, efficiency and satisfaction of my higher Management. I think the few qualities are essential for becoming a manager. A manager must have practical experience and deep knowledge of understanding the situations and psychological aspects of the clients. Leadership and team management skill are very important

to lead the Branch. This is the age of communication. The manager must acquire effective communication skill to deal with the higher management, clients and different organizations. The manager must have the analytical ability to resolve any disputes.

How do you synchronize your professional and family life?

Being a full time working mother I have a little bit feeling of guilt and stress because of divided attention between work and family. But I maintain the balance between profession and motherhood by doing all my works in a planned and organized way, managing time properly and setting priorities. I have to wake up early in the morning and sometimes curtail my leisure period to get everything done in a proper way. I have two children and my husband is also a banker. So it is quite easy for me to understand each other as we both know our profession very well.

In early days of my career, it was difficult for me to handle both family and workplace. My father helped me a lot during that time because my mother died before my entrance to the job. So I am very grateful to my father who took care of my two children that is why it was possible for me to give more attention to my work. When they grew up it was quite easy for me because they became self-disciplined. After returning home from workplace I spend some time with my children, ask about their study. During weekend we enjoy our social life and thus my days pass.

What is your suggestions for young female graduates who want to come in this sector?

Banking sector has made great strides over the past few years in terms of being able to attract, retain and support women to showcase their leadership role. Young female graduates who are interested to start their career in banking can be able to achieve a successful career by their efficiency, sincerity and hard work. So, be confident and join our family.





আবু নাসের চৌধুরী ডিএমডি, এসআইবিএল

আজ শাতিল কোনোমতেই কাজে মন বসাতে পারছে না। পত্রিকার সংবাদটি বার বার তার ভেতরটা তোলপাড় করে দিচ্ছে। গতকাল ছিল ধর্মঘট। অফিসে কোনো কাজকর্ম হয়নি। তাই আজ কাজের চাপ একটু বেশি। সকাল থেকে সবাই ব্যস্ত। কিন্তু শাতিল কোনোভাবেই সংবাদটি মেনে নিতে পারছে না, আশেপাশে সবাই দুঃখ করেছে মেয়েটার জন্য কিন্তু পরপরই কাজে লেগে গেছে। দু'একজন অবশ্য মন্তব্য করেছে, এমন সময়ে মেয়েটি কেন ওখানে মরতে গেল। শুধু

মেয়েটির নাম আর ছবি নয় চাকরিতে আসার ইন্টারভিউ এর খবরটিও রিপোর্টার ছাপিয়ে দিয়েছে। শাতিলের সাথে মেয়েটির হঠাৎ করে, হরতালের সময় ফার্মগেট মোড়ে দেখা। পিকেটাররা সকাল থেকে রাস্তায় নেমে পড়েছে। বাস টেম্পুতো দূরের কথা একটা রিক্সাও যেন ফসকে চলে যেতে না পারে। দু'একটা যেতে দিলে অন্যরাও সাহস করে নেমে পড়তে পারে। মেয়েটির রিক্সা মোড়ে আসার আগেই কয়েকজন একসাথে ঘিরে ধরে রিক্সাটি। চালক ব্রেক চেপে সিট থেকে

নামার সুযোগ পায় না। তার আগেই দু'একজন ওকে টেনে-হিঁচড়ে নামিয়ে ফেলে। মেয়েটি সিট থেকে চেঁচিয়ে উঠে, ওকে এরকম করছেন কেন? ওরতো কোনো দোষ নেই, আমিই ওকে নিয়ে এসেছি। দু'জন পিকেটার তখন চাকার বাতাস ছেড়ে দেয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কি করছেন আপনারা? আমি মতিঝিলে যাব কি করে?

হেঁটে হেঁটে যাবেন।

এতদূর পথ একজন মেয়ে মানুষের পক্ষে কি হেঁটে যাওয়া সম্ভব?

সম্ভব না হলে যাবেন না।

মেয়েটি এবার নরম স্বরে বলে, ভাই আমার যে আজ চাকরির ইন্টারভিউ।

হরতালের দিন কোনো ইন্টারভিউ নেই।

মেয়েটি ব্যাগ থেকে কার্ড বের করে বলে, এই দেখুন সকাল দশটায় উপস্থিত হতে বলেছে।

আপনার এত কার্ড-ফার্ড দেখার সময় আমাদের নেই। আজ হরতাল তাই সবকিছু বন্ধ।

আপনার ইচ্ছা হলে হেঁটে হেঁটে যান। নইলে সোজা বাসায় চলে যান।

বাসাতো মিরপুর, এত পথ কিভাবে যাব? আপনারাতো রিক্সার পাম্পও ছেড়ে দিলেন। ততক্ষণে পথচারীরা অনেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রিক্সাযাত্রীর তর্ক শুন্ছে।

তখন আরেকজন গেইটের ভেতর থেকে এসে বলে, এখানে এত গ্যাদারিং কিসের?

পিকেটার কয়েকজন পথ ছেড়ে দিয়ে বলে, মেয়েটি নাকি মতিঝিল যাবে। লোকটি রিক্সার একেবারে কাছে এসে বলে, আপনি বুঝি জানেন না আজ হরতাল?

জানি।

তাহলে বের হয়েছেন কেন?
সে কৈফিয়ৎ কি আপনাকে দিতে হবে?
লোকটি ঠান্ডা গলায় বলে, নষ্ট করার
মতো সময় নেই। রিক্সায় আগুন
লাগিয়ে দে।

বলতে না বলতে কয়েকটা পটকা ফাটে একসাথে। দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন দ্রুত সরে যেতে শুরু করে। চালক রিক্সা নিয়ে পালাতে চেষ্টা করে। কিন্তু দুজন পিকেটার তার ঘাড় ধরে ধাক্কা মেরে রাস্তার ওপর ফেলে দেয়। মেয়েটি হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

শাতিলের রিক্সাটি এ পর্যন্ত আসার আগেই চালক বুঝতে পারে। মুহূর্ত বিলম্ব না করে ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, স্যার নাইমা পড়েন, আমি কাইটা পড়ি। সে রিক্সা থেকে নেমে দু'কদম এগোতেই মেয়েটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু অবাক হয়। মেয়েটি নিজ থেকে বলে আপনার রিক্সাটি পালিয়ে বেঁচেছে। আমারটার চালককে ওরা ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে রেখেছে।

ততক্ষণে দাঁড়ানো রিক্সাটিতে আগুন লাগিয়ে দেয় পিকেটাররা।

শাতিল মেয়েটিকে প্রশ্ন করে, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন? যে কোন কিছু করতে পারে আপনাকে।

আমি মতিঝিল যাওয়ার জন্য বের হয়েছি।

আমার অফিসও মতিঝিলে, এখানে দাঁড়িয়ে থাকাটা নিরাপদ নয়, আপনি সরে পড়েন।

শাতিলের কথায়
মেয়েটির যেন
বোধোদয় হয়,
সে হাঁটতে
গুরু করে।
শাতিল এলাকাটি
নিরাপদ নয়
ভেবে ডানে-বায়ে না
তাকিয়ে দ্রুত পা ফেলে
এগিয়ে যায়। মেয়েটিও
শাতিলকে অনুসরণ

করে। লোকজন তেমন নেই ফাঁকা, ফাঁকা। শাতিল কিছু দূরত্বে এগিয়ে থাকলেও দৃষ্টির বাইরে যেতে পারে না। জায়গাটিতে এতক্ষণ অনেকগুলি লোক দাঁড়িয়ে যেন তামাশা দেখেছে। কেউ একটি কথাও বলেনি, সত্যিই যেন অপেক্ষা করেছে কিছু একটা ঘটুক তারপর উপভোগ করা যাবে। কিন্তু অপরিচিত এই লোকটি নিজে থেকে সাবধান করেছে। কখনো কোথাও দেখেছে বলে মনে করতে পারে না, স্কুল, কলেজ কিংবা ভার্সিটিতে। ঠিক লোকের মতো দেখায় না এখনও। যেন বছর খানেক আগে ভার্সিটির পড়া শেষ করে চাকরি নিয়েছে। তাই হয়তো





গেছে এখনও। অন্য লোকেরা দূরে দাঁড়িয়ে কেমন নির্লিপ্তভাবে কি ঘটেছে অবলোকন করেছে, সাহস করে কেউ এগিয়ে আসেনি।

ফার্মগেট ওভার ব্রীজের নিচে এসে শাতিল পেছনে ফিরে তাকায়। মেয়েটি একেবারে কাছাকাছি এসে পৌছেছে। কিছুক্ষণ আগে একটা বিব্রতকর অবস্থায় পড়লেও সাহস হারায়নি। কিছুটা নার্ভাস হয়েছে সত্যি। কিন্তু মতিঝিল যাওয়ার ইচ্ছাটা পুরোপুরি রয়ে গেছে।

এ সময় এত পথ হেঁটে যেতে একজন কেউ সাথে থাকলে খানিকটা সবিধা ভোগ করা যায়। লোকজন সহজে আর একা ভাবে না। আডচোখে তাকিয়ে কেটে পডে। আজেবাজে কমেন্টস পাস করতে সাহস পায় না। মেয়েটি দ্রুত পা ফেলে শাতিলের পেছন থেকে এগিয়ে এসে পাশে পাশে হাঁটতে থাকে। শাতিল নিজের গতি একট বাড়িয়ে দেয়, মেয়েটিও আর পেছনে হাঁটতে চায় না। শাতিল হাঁটার গতি যতই বাড়ায় মেয়েটিও ততই দেত পা ফেলে সমান তালে এগিয়ে যায়। শাতিল এরই মধ্যে কয়েকবার তাকিয়ে দেখে। প্রতিবারই মেয়েটির নিঃশব্দ দৃষ্টি ভাবিয়ে তুলেছে তাকে। অচেনা এই মেয়েটিকে আনাড়ী মনে হলেও বেশ আলাপী, একবার

তাড়াতাড়ি হাঁটছেন কেন, আজ কি
অফিসে কোনো কাজ হবে? জবাবে
শাতিল বলতে পারত, তাতে আপনার
কি কোনো অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু
কিছুক্ষণ আগে মেয়েটির অসহায়
অবস্থা দেখে নিজে থেকে উপদেশমূলক
কথা বলেছে। তাই সে সোজাসুজি
উত্তর দিলো, আমি হাঁটতে শুরু করলে
জোরে হাঁটি। মেয়েটি স্মিত হেসে
বলল, কেন আস্তে হাঁটতে বুঝি পারেন
না? শাতিল একটু থেমে মেয়েটির
দিকে তাকিয়ে বলে, ঠিক পারি না যে
তা নয়, তবে এই মুহুর্তে আস্তে হাঁটতে
ইচ্ছা করছে না।

নাকি আমি মেয়ে বলে আমার সাথে হাঁটতে অস্বস্তি বোধ করছেন?

তা হবে কেন? আপনার সাথে হাঁটতে অসুবিধার কিছুতো দেখছি না।

লোকজন যদি কিছু ভেবে বসে, পড়ে আপনি যদি বেকায়দায় পড়ে যান। কি যে বলেন আপনি, আপনার সাথে

হাঁটতে ভালোই লাগছে।

আমারও তাই, আপনার কথা শুনে মনে হলো আপনি লোকটি পরোপকারী।

আমার মাঝে তেমন কোনো গুণও নেই।

কেউ বিপদে পড়লে অন্তত এগিয়ে আসেন। দেখুন না, একটু আগে লোকগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিভাবে তামাশা দেখছিল। সবাই যেন নাটকের দৃশ্য দেখার জন্য সমবেত হয়েছিল। ছেলেগুলি একের পর এক অন্যায় কথা বলে যাচ্ছে অথচ কেউ সত্য কথাটা বলার সাহসও পাচ্ছে না।

আপনি সাহসের কথা বলছেন? আমিতো মনে করি ওদের কারো ইচ্ছাও নেই অহেতুক এসব ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার।

আপনি অহেতুক বলছেন এসব অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া!

এসবে কে বা ঝুঁকি নেবে নিজের ক্ষতি করে?

তাই বলে কি ওরা রাস্তাঘাটে চলার সুযোগ দেবে না? আমাদের নাগরিক অধিকার ক্ষুন্ন করবে?

হরতাল ওদের গণতান্ত্রিক অধিকার। তাই ওখানে কোনো হস্তক্ষেপ চলবে না।

হরতাল যেমন তাদের গণতান্ত্রিক



অধিকার তেমনি পথচারীর পথ চলাও নাগরিক অধিকার, গরিব রিকশা চালকের রাস্তায় বিক্সা চালানোতো ওদের বাঁচার অধিকার। এমন অনেক দিনমজর আর শ্রমিক আছে যারা দিনে এনে দিনে খায়। তাদের কি অবস্থা একবার ভেবে দেখুনতো?

আমাদের ভাবাতে কি এসে যায়? এসব নিয়ে যাদের ভাবনার কথা ওরাতো কখনো মাথা ঘামায় না।

আপনি তাদের কথা বলছেন?

যারা বড় বড় বক্তৃতা দেয়, তাদের কথা বলে কোন লাভ নেই। আমরা যারা সাধারণ মানুষ তাদের সচেতন হতে হবে।

মেয়েটি আর কথার জবাব দেয় না। দু'জন পাশাপাশি নিঃশব্দে হাঁটে। লোকজন পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কেমন যেন আড়চোখে তাকায়। কিছুক্ষণ আগে শাতিল মেয়েটির সাথে যেচে কথা বললেও এখন পাশাপাশি হাঁটতে একট় বিব্রত বোধ করে। আবার অচেনা অপরিচিত একজন মেয়ের সহযাত্রী হয়ে পথ চলার মাঝে এক ধরনের কৌতুহল জড়িয়ে থাকে। শাতিল নিজ থেকে আবার বলে, আপনার কথাবার্তায় মনে হয়, বেশ বিদ্ধি রাখেন আপনি?

আসলে আমি কি বুদ্ধিমান নই বলতে চাচ্ছেন?

তা বলছি না, তবে ওভাবে ঝামেলায় জড়িয়ে যাচ্ছিলেন কেন?

কিসের ঝামেলা, কোন ঝামেলার কথা বলছেন আপনি?

এই यে, कार्मरागरि ।

ওসবতো আমি পাত্তাই দিই না।

ওরকম ছোটখাট ঘটনা থেকে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

তাই বলে কি মেয়েরা ঘর থেকে বের হবে না, চুপটি মেরে বাসায় বসে থাকবে?

আমি তা মিন করিনি, আমি বলেছি অহেতুক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার ব্যাপার্টা।

ঝামেলা কি আমি মেয়ে বলে করেছে, আপনিত পুরুষ আপনি কেন রিক্সা ছেডে দিলেন?

পিকেটাবরা বিক্সা চালাতে দিচ্ছে না। অযথাই রিক্সাচালককে মার্ধর কর্বে. বেচারা গরিব মানুষ আমার জন্য মার খাবে, তাই ছেড়ে দিলাম।

লোকজনতো অফিস-আদালতে যেতে চায়, কাজকর্ম করতে চায়, এমনকি চলাফেরায় বাধা না পেলে গাডিও রাস্তায় নামাতো।

ঠিক তাই।

আরেকজনের চলার পথে বাঁধা সৃষ্টি করা কিংবা স্বাভাবিক যানবাহন চলাচলে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে মানুষকে কাজ কর্মে যাওয়ার পথে বাঁধা দেওয়া কি অন্যায় নয়?

অবশ্যই অন্যায়।

যদি অন্যায় মনে করে থাকেন তাহলে অন্যায়ের প্রতিবাদ করছেন না কেন? আমি একা প্রতিবাদ করে কি করব? আপনার দেখাদেখি অন্যরাও করবে। কই করে নাতো; একা মার খেতে হয় তখন।

এখানেই আমাদের বার্থতা। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ হেঁটে চলে



না তেমন। ভাদ মাসের রোদের তেজ ক্রমশ বাড়তে থাকে। উঁচু উঁচু দালানের ছায়া রাম্ভার এপাশ ছেয়ে রাখলেও এখন আর পারছে না। আলো ঝলমল সূর্য এখন আকাশের অনেক উঁচুতে উঠে এসেছে। রোদের মাঝে রাস্তার ওপর একটি শিশু বসে আছে। তার সামনে একটি টিনের থালা; থালায় কয়েকটি সিকি রোদের আলোতে চকচক করছে। শিশুটির আশেপাশে কেউ নেই। তার মুখ থেকে দৃটি শব্দ থেমে থেমে বের হচ্ছে, 'ভাত খাইব'। পথিকদের কারো তেমন ভ্রুক্ষেপ নেই ওদিকে। শিশুটিব গলাব শব্দ অনেকের কানে পৌছেও না। কারো কানে পৌছুলেও যেন কানের বাইরে রেখে হাঁটছে। শাতিল পকেট থেকে একটা টাকা বের করে থালের উপর রেখে বলে, ভিক্ষা করছিস কেন, তোর মা-বাবা কেউ নেই? এক মুহুর্ত বিলয় না করে পরনের কাপড়ের কাছায় সিকিগুলি ঢুকিয়ে বলে, থাইকলে কি ভিক্ষা করি। তখন মেয়েটি বলে, মিথ্যা বলছে ও। নিশ্চয়ই কেউ না কেউ আছে। শাতিল জানতে চায়, আপনি কি করে বুঝলেন?

এটা ওদের ব্যবসা। এরকম রাস্তায় বসিয়ে দিয়ে ভিক্ষা করাবে। কোনো এক সময় এসে সব নিয়ে যাবে, শিশুটাকে কিছু খেতে দিবে হয়তো। শিশুটি তখন বলে, আমার মা ঐ পাড়ে আমার ছোড বইনরে লইয়া ভিক্ষা কইরতেছে।

বললাম না আপনাকে।

চলুন এখানে দাঁড়ালে আরো দেরি হয়ে যাবে।

দু'জন প্রেসক্লাবের কাছে এসে আর এগুতে পারে না। রাস্তার উপর ব্যারিকেড দিয়ে লোকজনকে



আটকে রেখে জনসভার মত করে বক্তৃতা দিচ্ছে কে একজন। রাস্তার ফুটপাত ধরে এমনভাবে সমর্থকরা দাঁড়িয়েছে যেন পথচারীরা এই স্থানটুকু সহজে পার হয়ে যেতে না পারে। ওখানে শুধ ঢোকার স্যোগ দিচ্ছে।

ঢুকলে কিন্তু বের হওয়া খুব মুশকিল হয়ে পড়ে। তবুও দু'জন ফুটপাত ধরে হাঁটতে চেষ্টা করে। যতই এগিয়ে যায় ততই ভিড বাড়তে থাকে। বসা লোকজনের কেউ কেউ ওদের দিকে তাকায়। শাতিল ব্যাপারটা লক্ষ্য করে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করে। অচেনা একটি মেয়ের সাথে এভাবে লোকজন ডিঙ্কিয়ে পার হতে গিয়ে যদি কোনো অঘটন ঘটে যায়। না, সেরকম কিছু হয়নি। মেয়েটি নিজ থেকে আগ বাডিয়ে ফটপাতের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনকে বলে, প্লিজ আমাকে একটু যেতে দিন। ওরা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে একটু গা হেলে দাঁডায়। মেয়েটি ঐ ফাঁকে ভীডের ভেতর থেকে বের হয়ে যায়। পিছে পিছে শাতিলও বের হওয়ার সুযোগ পায়। সে কিছুটা গা ঘেষে হুড়মুড় করে বের হয়ে পড়ে। দু'জনই প্রায় ঘেমে যায়। শাতিল বলে, বাপরে, আমি মনে করেছিলাম আজ আর বের হওয়া যাবে না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শোনা ছাড়া আর

মেয়েটি কথা না বাড়িয়ে বলে, আমার দশটায় রিপোর্ট করার কথা এখন প্রায় এগারটা বাজে।

থাকাতে বের হওয়া সম্ভব হলো।

কোনো উপায় নেই। আপনি

আমার মনে হয় আপনার ইন্টারভিউ আজ আর হবে না। ধর্মঘটের দিন সাধারণত এসব বাতিল করা হয়। পরবর্তীতে আরেকটা তারিখ দেওয়া হয়।

দেখুন এটা প্রাইভেট ফার্মের ইন্টারভিউ। ওদের ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর সবকিছু নির্ভর করে। তাই আমার দিক থেকে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করছি যেন কোনোরকম ত্রুটি না হয়। একটা চাকরি আমার বিশেষ প্রয়োজন। আপনি কি পরিবারের সবার বড়?

তারপর দু'জন চুপচাপ হাঁটে। আর কথা হয় না তেমন। শাতিলও ব্যক্তিগত আলাপ বাড়াতে চায় না। মতিঝিল এসে মেয়েটি তার ব্যাগ থেকে ইন্টারভিউ কার্ডটি বের করে বলে, ১২৫/এ, মতিঝিল কোনদিকে হবে বলতে পারেন।

কার্ডটি শাতিল হাতে নিয়ে বলে, ঐতো কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি বিল্ডিং।

মেয়েটি একটু আশ্চর্য হয়ে বলে, বুক সোসাইটি!

আগে ছিল এখন নেই। এখন চকচকে সব প্রাইভেট অফিস জেঁকে বসেছে। মেয়েটি শাতিলের দিকে তাকিয়ে বলল, এতটুকু পথ সঙ্গ দেওয়ার জন্য আপনাকে ধনবোদ।

এতক্ষণ একসাথে হাঁটলাম অথচ আপনার নামটা জানা হলো না।

মেয়েটি চোখের দৃষ্টি স্থির করে বলে, রোকেয়া, সবাই রুকু বলে ডাকে। তারপর পাতা নামিয়ে বলে, আপনার? শাতিল প্যাকেট থেকে ভিজিটিং কার্ড বের করে বলে, শুধু নাম নয়-ঠিকানা, টেলিফোন সবই লেখা আছে এতে। কোনো সময়ে প্রয়োজন হলে যোগাযোগ করলে খুশী হব।



আবারও ধন্যবাদ আপনাকে।

শাতিল হেসে বলে, আপনার জন্য শুভ কামনা রইল।

শাতিল অফিসে এসে দশ মিনিটের মতো ফ্যানের নিচে ঝিম ধরে বসে থাকে। হাঁটার সময় এভাবে গ্রম লাগেনি, কথার ভোলে হাঁটতে হাঁটতে শরীরটা ঘেমেছে কিন্তু পুকুরে স্নান করার মত এত জবজবা হয়নি। দাঁডাতে না দাঁডাতে ভেতর থেকে যেন আগুনের ফুলকি দিয়ে গরম বের হচ্ছে। চুলের গোড়ায় গোড়ায় জমে উঠা ঘাম বিন্দু বিন্দু হয়ে কানের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। অফিসে লোকজন তেমন আসেনি। যাবা এসেছে বসে বসে গল্প করছে। কোথায় কি ঘটনা ঘটেছে, অফিসে আসার পথে কে কি দেখেছে কিংবা কোনো বিপাকে পড়েছে কিনা এসব কথায় মশগুল সবাই।

যে ক'জন মহিলা আছে এই অফিসে এরাও যোগ দেয়, পথের নানা ঘটনার বিবরণ দেয় সবাই। ধর্মঘটের দিন কাজকর্ম তেমন হয় না, তবু হাজিরা দিতে হয়। ঘণ্টা দু'য়েক অফিসে কাটিয়ে আবার বাসায় ফিরে যায়। আজ কেউ বের হতে পারছে না, প্রায় বিকেল হয়ে আসছে। দুপুর থেকে উত্তেজনার খবর কানে আসে। মিছিলের শ্লোগান যেন হঠাৎ বোমার আওয়াজের মতো মনে হয়।

থেকে উত্তেজনার খবর কানে
আসে। মিছিলের শ্লোগান যেন হঠাৎ
বোমার আওয়াজের মতো মনে হয়।
কিছুক্ষণের মধ্যে মিছিলের শব্দ
কোথায় যেন মিলিয়ে যায়। সহস্র
বোমার আওয়াজে কান ঝালাপালা
হয়ে উঠে। থেমে থেমে গুলির শব্দও
কানে আসে। রাস্তার ওপর জনসভা
করা নিষিদ্ধ। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস
আর জলকামান ছুড়ে জমায়েত ছত্রভঙ্গ
করার চেষ্টা করছে। বারুদের গদ্ধ,
কুভলী পাকানো কালো ধোঁয়া আর
টিয়ারসেল খেয়ে মানুষ দিক- বিদিক
ছুটে পালাতে চেষ্টা করে। এসবের
ভেতরেও বোমা আর গুলির আওয়াজ
থামেনা। সারাদিন ওরা অফিস থেকে

বেব হতে পাবেনি। সন্ধাবে আগে

কেমন যেন চারিদিক থমথমে হয়ে পড়ে। কোনো অঘটন ঘটার পর যেভাবে থেমে যায় সবকিছু ঠিক তেমনি করে। শাতিলরা এই ফাঁকে অফিস থেকে বের হয়ে পড়ে। রাস্তায় তেমন লোকজন নেই। শঙ্কিত মনে সে পা বাডায়। পথে নানা রকম কথা শোনা যায়। কেউ বলে পাঁচজন মারা গেছে, কেউ বলে আরো বেশি। পুলিশ নাকি লাশ গুম করে ফেলেছে। প্রেসক্রাবের সামনে এসে সে এদিক ওদিক তাকায়. রাস্তায় কোনো পলিশ নেই। মান্যজনও তেমন চোখে পড়ছে না। ধোঁয়া আর বারুদের গন্ধ এখনও রয়ে গেছে। কিছুক্ষণ আগের রণক্ষেত্রটি যে হঠাৎ এভাবে নীরবতায় ডুবে যাবে শাতিল ভাবেনি। তবুও তার ভয়টা পুরোপুরি কেটে যায় না। কে যেন পেছন থেকে তাকে অনসরণ করছে। ফিরে ফিরে কয়েকবার তাকায়। কাউকে দেখতে পায় না। তবুও মনে হয় কেউ একজন আসছে। সে আবারও পেছনে তাকায়, যদি রুকু নামের মেয়েটি আসে।

লেখক পাঠক মহলে নাসের রহমান নামে পরিচিত



THE SANGE AND ES

bank or financial institution can help their clients discard practices that have negative impact on environment. Before financing a particular project it is quite important to ensure all arrangements to meet environmental issues. So, we have to focus on carbon emission, toxic water discharge and other waste materials that directly contaminate water and hamper fertility of land.

Now we see growing awareness for eco-friendly growth. But to achieve this growth it is indispensable to unite efforts of different organizations to promote any project or initiative that has no negative impact on nature. For example, banks and financial institutions can only facilitate clients who are compliant and strictly follow rules of green industrialization. Other regulatory bodies must have enough capacity to monitor establishments and operations of any industry. So considering all issues Ministry of Environment can play a pivotal role in fostering green growth.

Under the leadership of Bangladesh Bank green banking has gained a momentum in recent years. In 2009, the central bank took worthwhile decision by introducing green banking in Bangladesh. Compared to other countries this kind of banking is very unique and banking sector quickly came forward to popularize it throughout the country. Now, entrepreneurs know about environment-friendly banking and interests for it is growing day by day.

According to BB data, BDT 173.8 billion invested in Oct-Dec 2017

and indirect green finance was BDT 160.27 billion in the same period. Total 44 banks and 13 FIs out of 34 have green finance exposure either through direct or indirect modes. BB acts as a catalyst by providing effective policies and monitoring green banking activities of different banks. The central bank issued policy guidelines for banking in February 2011. Because of this policy all banks developed their own green banking guidelines and also developed own sectorspecific General Environmental Due Diligence Checklist (GEDDC) for financing any project.

For instance, to start an agri-business (poultry and dairy) it is essential to consider following points:



















Avian Influenza Solid waste

Waste water

Hazardous materials

Air emission Monitoring

Noise

Feed

Fresh water



Apart from financing, banks are also implementing green initiatives in order to make their operations eco-friendly. Core banking software, electronic communication instead of paper, information dissemination through website, reuse of water, energy efficient lighting, solar power system etc. All these common initiatives that nearly all banks already implemented within their establishments.

Environmental risk and credit risk are different. But for environmental risk

AT THIS MOMENT
WE HAVE MANY
UNEXPLORED
SECTORS WHERE
THIS KIND OF
BANKING CAN
BRING REAL
CHANGES AND
CAN REDUCE
NEGATIVE
IMPACT ON
ENVIRONMENT AS
WELL.

a credit risk may arise. So, as financier a bank must check environment clearance certificate before sanctioning investments. We can recall Rana Plaza. If the financing bank/institution could have followed the building code and environmental risk of the building, the accident could have been avoided and saved so many lives and assets.

In Bangladesh, green banking or sustainable banking has very bright future. At this moment we have many unexplored sectors where this kind of banking can bring real changes and can reduce negative impact on environment as well. Besides, our economy is expanding and it is imperative to ensure sincere attention for environment in order to keep our motherland livable for the next generation.

Last year BB formed "Sustainable Finance Department" in order to reenergize green banking activities in the country. It is not only a timely step for banks but also for the whole country. Because, SDF will help banks explore new opportunities that have direct impact on sustainable development.





অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে অবস্থিত দেশটির সবচেয়ে জনবহুল শহর সিডনি। এখানে প্রায় ৪৩ লক্ষ লোক বাস করে। সিডনি শহরটি নিউ-সাউথ ওয়েলস অঙ্গরাজ্যের রাজধানী। ভ্রমণ পিপাসুদের জন্য সিডনির আকর্ষণীয় স্থানগুলি হচ্ছে, সিডনি অপেরা হাউজ, বনডি বীচ, ম্যানলি বীচ, সিডনি হারবার ব্রিজ, সিডনি ফেরি, রয়েল বোটানিক গার্ডেন এবং ডার্লিং হারবার। ২০১৬ সালে সিডনিতে প্রায় ৮২ লক্ষ পর্যটক এসেছিল অবকাশ যাপনে। বেশিরভাগ পর্যটকই এসেছিল উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে।

আমি যখন সিডনি ইন্টার্ন্যাশনাল এয়ারপোর্টে নামলাম তখন স্থানীয় সময় রাত ১০টা। ইমিগ্রেশন ও কাষ্ট্রমস পেবোতে আবো প্রায় চল্লিশ-প্রয়তাল্লিশ মিনিট লেগে গেলো। আমাব আগে থেকেই যোগাযোগ ছিল আমার বন্ধ আকবর, দীপু ও সাবেক সহকর্মী আব্দুল কাদিরের সাথে। ওরা আমাকে রিসিভ করতে এসেছে। সাথে আমার আরেক বন্ধ শাহনর মিঠ যার সাথে আমার প্রায় বিশ বছব পব দেখা। অনেকদিন তাব খোঁজ জানতাম না আমরা। আলিঙ্গনে ওরা সবাই আমাকে স্বাগত জানালো। কশল বিনিময়ের পর. কোথায় রাতের খাবার খাওয়া যায় এটা নিয়ে ওরা কথা বলছিল। আমি বললাম, "আমার তেমন খিদে নেই আর রাতে খুব বেশি কিছু খাওয়ার ইচ্ছেও নেই"। ইমিগ্রেশনে ছোট একটি সারিতে ছিলাম আমি, আমার পাসপোর্ট একটি স্ক্যানারে দেখে নিয়ে ইমিগ্রেশন অফিসার পাসপোর্টে ভিসা স্থ্যাম্প না দিয়েই আমাকে বললো. "আপনি যেতে পারেন"। আমাকে কতদিন থাকার অনমতি দেয়া হলো তাও জানতে পারলাম না। ঢাকা থেকে আমাকে ১ বছরের মাল্টিপল ই-ভিসা দেয়া হয়েছিল। আমি বেল্ট থেকে আমাব লাগেজ নিয়ে গ্রিন চ্যানেলের দিকে হাঁটা শুক কবায় কাষ্ট্রমস এব একজন মধ্যবয়সী নারী কর্মকর্তা আরো অনেক যাত্রীর মতো আমাকেও অনরোধ করলো লাগেজটি স্ক্যানিং করিয়ে বের হওয়ার জন্য এবং কোন সারিতে যেতে হবে হাতের ইশারায় সেটিও দেখিয়ে দিল। আমি প্রায় ১৩ ঘন্টা এয়াববাসে ভ্রমণ কবে সিডনি

এসে পৌঁছেছি। মাঝে দুই ঘন্টার যাত্রা বিরতি ছিল চায়নায় গুয়াংজু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। আমি সাউদার্ন চায়না এয়ারলাইন্সে করে পুরোটা পথ ভ্রমণ করেছি। ঢাকা থেকে গুয়াংজু গিয়েছি ছোট ক্যারিয়ারে এবং গুয়াংজু থেকে সিডনি ৯ ঘন্টায় একটি বড় ক্যারিয়ারে। ফ্লাইটে ক্ষণে ক্ষণে খাওয়া আর দীর্ঘ ভ্রমণ ক্রান্তির জন্যই আমার আর ততটা ক্ষুধা নেই। মিঠু আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ির পথে রওনা হলো। দীপু, কাদির আর আমি রওনা হলাম কাদিরের বাসার উদ্দেশ্যে। দীপ গাড়ি চালাচ্ছিল, পথে একটা সপার শপ থেকে কাদিরের কেনাকাটা সেরে আমরা কাদিরের পেন্সহাস্টের ১০নং কুইন্সবারি রোডের বাসায় এসে পৌঁছালাম। এয়ারপোর্ট থেকে বিশ-পঁচিশ



মানটের দূরত্ব। কাদিরের পারবার ঢাকায় ছিল তাই কাদির আগে থেকেই আমাকে অনুরোধ করেছিল ওর ওখানে থাকার জন্য। আর আমিও হোটেলে নিঃসঙ্গ না থেকে ওর ওখানে থাকাটাই ভালো মনে করেছিলাম। আমি, দীপু ও কাদির কিছুক্ষণ গল্প করলাম, আগামীকালের পরিকল্পনা করলাম। আমি আগে থেকেই জানতাম কাদিরের অফিস আছে। সে আমাকে সময় দিতে পারবে না। দীপু আগামী দিনের পরিকল্পনা করে ওর বাড়ির পথে রওনা হলো। দীপুর বাড়ি এখান থেকে বেশ অনেকটা দূরে ব্ল্যাকটাউনে।

পরদিন সকাল ন'টায় দীপু এসে হাজির। কাদির ততক্ষণে অফিসে চলে গেছে আর আমি তখনও ঘুমাচ্ছিলাম। আমার তখনো ঘুম পরিপূর্ণ হয়নি, চোখ মেলতে কষ্ট হচ্ছে, বাংলাদেশের সাথে ৫ ঘন্টা সময়ের পার্থক্য ও দীর্ঘ ভ্রমণ ক্লান্তির জন্য হয়তোবা। তবুও আড়মোড়া ভেঙ্গে ঘুম থেকে উঠলাম। দ্রুত সকালের নৈমিন্তিকতা সেরে বের হওয়ার জন্য তৈরি হলাম। আমাদের আজকের পরিকল্পনা- প্রথমে বাইরে সকালের নাস্তা, তারপর সিডনি অপেরা হাউজ এবং বিকেলে ডার্লিং

হারবারে SIBOS
কনফারেন্স আয়োজিত
ভেন্যু আইসিসিতে
গিয়ে রেজিস্ট্রেশন ও সংশ্লিষ্ট
ডকুমেন্ট সংগ্রহ করা।

অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পর্ব উপকলে অবস্থিত দেশটিব সবচেয়ে জনবহুল শহব সিডনি। এখানে প্রায় ৪৩ লক্ষ লোক বাস কবে। সিডনি শহরটি নিউ-সাউথ ওয়েলস অঙ্গরাজ্যের রাজধানী। ভ্রমণ পিপাসুদের জন্য সিডনির আকর্ষণীয় স্থানগুলি হচ্ছে, সিডনি অপেরা হাউজ, বনডি বীচ, ম্যানলি বীচ, সিডনি হারবার ব্রিজ, সিডনি ফেরি, রয়েল বোটানিক গার্ডেন এবং ডার্লিং হাববাব। ২০১৬ সালে সিডনিতে প্রায় ৮১ লক্ষ পর্যটক এসেছিল অবকাশ যাপনে। বেশিরভাগ পর্যটকই এসেছিল উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে। সবচেয়ে বেশি পর্যটক আসে সিডনি অপেবা হাউজ দেখতে। ২০১৭ সালে এর সংস্কারের জন্য প্রায় ২০ কোটি ২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল।

দীপু আমাকে নিয়ে গেল রকডেল রেল ষ্টেশনের কাছে একটি বাঙালি পরিচালিত রেষ্টুরেন্টে। ওখানে পরোটা, সবজি ও দিয়ে নাস্তা করলাম। বাংলাদেশি

ডিমপোস

বংশোদ্ভত অষ্ট্রেলিয়ান একটি মেয়ে আমাদের খাবার পরিবেশন করলো। প্রায় বিশ-পঁচিশ জন একসাথে বসার মত একটি রেষ্টরেন্ট, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বাংলাদেশের মত নানা রকম মিষ্টি. দই ও পুডিং বিক্রির জন্য সাজানো আছে। রেষ্টরেন্টে ঢোকার আগে গাড়ি পার্ক করতে আমাদের বেশ সময় লেগেছে। গাডি পার্কিংয়ের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা আছে. যেখানে সেখানে পার্ক করা যায় না. করলে জরিমানা গুনতে হয়। বন্ধু দীপু রকডেল ষ্টেশন থেকে আমার জন্য একটি ওপাল কার্ড কিনে দিল. সম্ভবত ২০ ডলার দিয়ে। এটা নিউ সাউথ ওয়েলস এর ট্রান্সপোর্ট অথরিটি কর্তৃক ইস্যুক্ত। এটা ফেলে না দিয়ে টপ আপ করে সবসময়ই টেন যাত্রায় ব্যবহার করা যায়। আমরা রক্ডেল থেকে স্টেশন সার্কুলার কির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম সিডনি অপেরা হাউজ দেখার





জন্য। সুন্দর ঝকঝকে তকতকে দ্বিতল ট্রেন, প্রায় সারা সিডনি শহর এই ট্রেন দিয়ে ভ্রমণ করা যায়। বসার সিট টেনে ঘোরানো যায় একসাথে অনেকে মুখোমুখি বসার জন্য যেটা আমি নিউইয়র্ক অথবা কুয়ালালামপুরে পাইনি। আমরা বেশ কয়েকটি স্টপেজ পার হয়ে সার্কুলার কিতে এসে পৌছুলাম। ষ্টেশন থেকে বের হয়ে কিছটা হাঁটতেই অপেরা হাউজ দেখতে পেলাম। অপেরা হাউজ অঙ্গনটি ইংরেজি অক্ষর ইউ এর মত দেখতে, মাঝে সমুদ্রের পানি থৈ থৈ করছে। এর এক মাথায় অপেরা হাউজটি তৈরি করা হয়েছে। তখন প্রায় বেলা সাড়ে বারোটা, কিন্তু প্রচুর পর্যটক দলবেঁধে হাঁটছে, ছবি তুলছে, পাশেই রেষ্ট্ররেন্টে বসে চা কফি অথবা স্ম্যাক্স খাচ্ছে। অঙ্গনটির প্রায় ৩০-৪০ ফুট জায়গা পাথর দিয়ে বাঁধাই করা পর্যটকদের সুবিধার জন্য। সমুদ্রের পানির কাছাকাছি নিচের দিকটায় আরো প্রায় বিশ ফুট পাথর দিয়ে বাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে নামা যায়, যার পুরোটায় উন্মুক্ত রেষ্টুরেন্ট, মাঝে মাঝে ছাতার মত ছাউনি আছে। প্রচুর পর্যটক গল্প করতে করতে খাচ্ছে। সময়টা অক্টোবরের ২০ তারিখ, গ্রীম্ম আসি আসি । আমাদের শীতের শুরু আর ওদের গ্রীশ্বের শুরু। তাপমাত্রা ১৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আমার গায়ে ফুলস্লিভ গেঞ্জির সাথে একটি জ্যাকেট পরা আছে। জ্যাকেটটি গা থেকে

খুলে ঝকঝকে রোদে দাঁড়িয়ে চারদিকটা উপভোগ করছি। এপারে অপেরা হাউজ ওপারে প্রায় দশ-বারো তলা একটি প্রমোদতরী ভিড়ে আছে, তার পাশেই বিখ্যাত সিডনি বিজ যা নর্থ সিডনিকে শহরের সাথে সংযোগ করেছে। কিছক্ষণ পর আমরা একটি ফেরিতে চড়লাম সিডনি বে-এর নৈসর্গিক দৃশ্য উপভোগ করবার জন্য। ফেরি আমাদের মত অনেক পর্যটক নিয়ে ম্যানলি বীচ এর উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। একপাশে অপেরা হাউজ অপর পাশে সারি সারি পাহাড় ফেলে আমরা রওনা হয়েছি। আমাদের ফেরির দু'পাশে ছোট-মাঝারি বিভিন্ন সাদা রঙের পাল তোলা ইয়র্ট চলছে (এক ধরনের ছোট নৌকা) যাদের অতিক্রম করে আমরা চলছি। ঝকঝকে রোদে সবুজ পাহাড়ের কোল ঘেষে পানির ঢেউয়ে ঢেউয়ে ইয়র্টের সাথে এভাবে চলার অনভূতি ভাষায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে কষ্টসাধ্য। এক কথায় অপূর্ব। প্রায় বিশ পঁচিশ মিনিট পর আমরা গন্তব্যে পৌছুলাম। ফেরি থেকে নেমে আমরা একটি জুসবারে জুস খাওয়ার জন্য দাঁড়ালাম। আমি বিভিন্ন ফলের একটি মিক্সড জুসের অর্ডার করলাম, আর বন্ধু ফল এবং ভেজিটেবলের মিক্সড জস নিল। হাতে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ম্যানলি বীচের দিকে রওনা হলাম। প্রচুর পর্যটক, বেশীরভাগই বীচ থেকে গোসল সেরে

ফিরছে, গায়ে ভেজা কাপড়। বীচে কিছু সময় খালি পায়ে ঘুরে বেড়ালাম। ফেরার পথে দেখি এক যুবক ফুটপাতে গিটার বাজিয়ে গান গাচ্ছে, সামনে-পিছনে সাউভ বক্স যার মাধ্যমে দূর থেকেই ওর গানের সরে ও গিটারের ছন্দে পর্যটকদের আকষ্ট করার চেষ্টা করছে। পাশেই একটি খোলা স্যুটকেসের মত পাত্র তাতে আশি ডলার দেখা যাচ্ছে। অন্যান্য পর্যটকদের মত আমরাও ওর গানের সুরে ও ছন্দে আকৃষ্ট হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম। আমার মনে ওকে কিছু ডলার দেয়ার ইচ্ছা জাগলো, কিন্তু খুচরো ডলার আমার কাছে নেই। দীপুকে বললে সে জানালো, তার কাছে সেভিংস কার্ড ছাড়া কিছু নেই। শুনেছি আমেরিকাতে প্লাষ্টিক মানি (ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড) সবার পকেটে থাকায় ভিক্ষুকদের ভিক্ষা পেতে অসবিধা হচ্ছে। ওদের সুবিধার জন্য একটি মোবাইল অ্যাপও তৈরি করা হয়েছে। অষ্ট্রেলিয়াতেও একই সমস্যার মুখোমুখি হলাম আমি আর আমার বন্ধু। আমাদের দেশেও একদিন এই রকম কত শত সমস্যার সমাধানে কত শত অ্যাপ তৈরি করতে হবে! আমরা ফেরিতে করে সার্কুলার কি-তে

আবার ফিরে এলাম। এখন আমাদের গন্তব্য টাউন হল ষ্টেশন। খুব একটা দূরে নয়। টাউন হল ষ্টেশন মাটির নিচে. ট্রেন





মাটিব উপব থেকে আস্তে আস্তে নিচে নেমে গেল। একটি অথবা দটি ষ্টেশন পর আমরা টাউন হল ষ্টেশনে নামলাম। সিঁডি বেয়ে উপরে উঠে রানী ভিক্টোরিয়ার বিশাল আকৃতির একটি ভাস্কর্য দেখতে পেলাম. তার পাশেই ভিক্টোরিয়ান নকশার বিল্ডিং বিটিশ সামাজ্যের নিদর্শন বহন করে দাঁডিয়ে আছে। চারিদিকে সব সউচ্চ দালান যেগুলোকে স্কাই-স্ক্র্যাপার বলা হয়। সিডনিতে এই স্থানটিকে সিটি বলা হয়। পরে জেনেছি এটি একটি বিজনেস হাব, ছোট-বড অনেক কর্পোরেশন এবং মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির অফিস এখানে অবস্থিত। প্রচুর শপিং মল রয়েছে যেখানে প্থিবীর বিখ্যাত সব ব্রান্ডের প্রাের পসরা সাজানো। রেষ্ট্ররেন্ট ও রেল ষ্টেশনের সাথে অনেক খাবার দোকান, পাশেই ডার্লিং হারবার। ছোট ও মাঝারি লঞ্চ ও ইয়ার্ট ভিডে আছে। এই হারবারটি ঘিরেই এই সিটি গড়ে উঠেছে। আমরা সিঁডি বেয়ে হারবার বিজে উঠলাম, সিঁডি ও লিফট দুটোই আছে ওখানে উঠার জন্য। সমুদ্রের পানি অনেকটা নদীর মত ছোট আকার ধারণ করে এখানে এসে থেমে গেছে। হারবার ব্রিজই দুই পাশের সিটিকে সংযোগ করছে। অনেক প্রশস্ত ব্রিজ, প্রচুর পর্যটক ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে চারিদিকের স্-উচ্চ দৃষ্টিনন্দন বিল্ডিং, নিচে সমুদ্রের পানির উপর ভাসমান ইয়র্ট, ছোট

লপ্তেব আসা-যাওয়া দেখছিলো। হাববাবে সমৃদ্রের প্রান্তগুলি পাথর দিয়ে বাঁধাই করে দর্শনার্থীদের হাঁটার জন্যও প্রশস্ত জায়গা রাখা হয়েছে। আমরা বেশ কিছ ছবি তুললাম এরপর ব্রিজ থেকে নেমেই আইসিসি (ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টার) পেয়ে গেলাম যেখানে আমাদের এসআইবিওএস (সুইফট্ ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংকিং অপারেশন্স সেমিনার) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আমি কনফাবেন্স সেন্টাবেব নিচতলায় লবিতে সিকিউবিটি চেক পয়েন্ট পেরিয়ে পাসপোর্ট দেখিয়ে ভেতরে ঢোকার অনুমতি পেলাম এবং সেমিনারের সিডিউল, নির্দেশিকা, রেজিষ্ট্রেশন কার্ড এবং সেমিনার আইডি সংগ্রহ করলাম। এসআইবিওএস একটি বার্ষিক ব্যাংকিং এবং ফাইনান্সিয়াল কনফারেন্স যা আয়োজন করে সুইফট (সোসাইটি অব ওয়ার্ল্ডওয়াইড ইন্টার ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল টেলিকমিউনিকেশন) এটা ইউরোপের বিভিন্ন সিটিতে অনুষ্ঠিত হয়, যেমন আমষ্ট্রার্ডাম, কোপেনহেগেন, বার্লিন এবং হেলসিনকি। পাশাপাশি আমেবিকাব বোস্টন ও অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতেও অনষ্ঠিত হয়। অতি সম্প্রতি এশিয়ার কয়েকটি সিটিতেও অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম এসআইবিওএস হয়েছে ১৯৭৮ সালে ব্রাসেলসে। সারা পৃথিবীর ফাইন্যান্সিয়াল

মার্কেট সংশ্লিষ্ট কোম্পানি ও লোকজন এখানে অংশগ্রহণ করে। এ বছর সিডনিতে ২২ থেকে ২৫ অক্টোবর প্রায় ১৩০ টি দেশ থেকে প্রায় ৭৫০০ জন অংশগ্রহণ করার প্রস্তুতি নিয়েছে। এটা নিয়ে তৃতীয়বারের মত সিডনিতে এই সেমিনার হতে যাচ্ছে। সিডনি এসআইবিওএস- এর জন্য আইডিয়াল লোকেশন হয়ে উঠেছে এর এনার্জি, ইনোভেশন ও ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সমন্বযের কারণে।

সুইফটের বর্তমান সভাপতি জনাব ইয়াওয়ার শাহ্, যিনি নর্থ আমেরিকাভিত্তিক সিটি গ্রুপ এর ইনস্টিটিউশনাল ক্লায়েন্টস গ্রুপ এব ম্যানেজিং ডিবেক্টব এবং ২০১২ সাল থেকে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসাব হিসেবে দায়িত পালন করছেন ডেনমার্কের নাগরিক জনাব গাটফ্রাইড লিবব্রভ। বাংলাদেশে সুইফটের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ আরফান আলী, বর্তমানে ব্যাংক এশিয়াব ব্যবস্থাপনা পবিচালক। সিডনি সেমিনারে যে বিষয়গুলি আলোচনায় এসেছে, তাদের মধ্যে SWIFT gpi – ইন্টারন্যাশনাল পেমেন্টসের নতুন ফর্ম; ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের করসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং: Temenos শিরোনামে ওপেন ব্যাংকিং; রিয়েল টাইম পেমেন্টস্ এবং সাইবার ফাইটিং, Lunch & Learn শিরোনামে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং উল্লেখযোগ্য।

অনূদিত দুটি ফরাসি কবিতা

মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক

এফএভিপি ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সচিবালয়, প্রধান কার্যালয়



পল ভেরলেন

ছোট নড়বড়ে দরোজাটি ঠেলে আমি বাগানে প্রবেশ করলাম, আমি পায়চারি করে বেডালাম ছোট বাগানটিতে সকালের সূর্যের আলোয় বাগানটি ধীরে ধীরে আলোকিত হয়ে উঠলো ঝলোমলো শিশির বিন্দুর চুমকি বসানো প্রতিটি ফুলে । কিছুই বদলায়নি, আমি পুনর্বার দেখলাম আঙ্গুর লতার কুঞ্জবনে বেতের চেয়ার পানির ফোয়ারার সতত সুললিত মর্মর ধ্বনি এবং বয়সী ট্রেম্বল বৃক্ষের অনুযোগ অনুক্ষণ। গোলাপ আগের মতোই আন্দোলিত হচ্ছে; আগের মতোই, বড় আর গরবিনী লিলিফুল বাতাসে দুলছে, বাগানে নিত্য আসা-যাওয়া প্রতিটি ভরতপাখি আমার চেনা। এমনকি আমি দেবী ভেলেদাকেও ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম. যার খসে পড়া পলেস্তারা ছড়িয়ে আছে অ্যাভেন্যুর প্রান্তে, রেসেদার মৃদু ঘ্রাণের মাঝে ঝরে পড়ছে শিলাবৃষ্টি।



দুখের শর্বরী কখনোই শেষ কথা নয় পল এলুয়ার

সবসময় আমি তা বলি, এবং আমি নিশ্চিত করেই বলি, বিষাদান্তে-একটি জানালা খুলে যায়, একটি আলোকিত জানালা, সতত একটি অপেক্ষমাণ স্বপ্ন থাকে, আকাঙ্কা পূরণের, তৃষ্ণা নিবারণের, একটি উদার হৃদয়. উত্তেজনায় কঠিন হওয়া একটি হাত, একটি আলিঙ্গন উনাখ হাত, मुं कि मत्नार्यां की कांच একটি জীবন, আরেকটি জীবনে জড়ানোর জন্য।



কোহিনুর শাকি'র দুটি কবিতা

অতঃপর একদিন

শ্বাশত বিপ্লবের রক্তস্নাত ইতিহাস বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন এক করুণ প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে আমার কবিতায়, চেতনায় পরাধীন মুক্ত হতে চাইলাম স্বাধীনতা এলো একাত্তরের রক্ত ঝরা দিন বিদোহের লেলিহান অগ্নিমন্ত্রে প্রিয় হারা বেদনার কাতর চিৎকারে শত শহীদের রক্ত মোডা কাফনের দামে অতঃপর একদিন অর্জিত হলো স্বাধীনতা। বিজয়ের উল্লাসে আন্দোলিত মন মুক্ত হৃদয়ের আকাশে লেখা হলো একটি নাম - বাংলাদেশ । আজ তাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় আমি হে স্বদেশ-তোমাকে অক্ষত রাখার মানসে গড়বো সবাই মিলে সোনার এ বাংলা।

্রথনই সময়

এখনই সময় জেগে উঠবার এখনই সময় কথা বলবার এখনই সময় রুখে দাঁড়াবার এখনই সময় প্রতিবাদের এখনই সময় প্রতিশোধের এখনই সময় অঙ্গীকারের এখনই সময় দুর্নিবারের এখনই সময় শৃঙ্খল ভাঙ্গার এখনই সময় বারুদ হয়ে জ্বলার এখনই সময় অত্যাচারীর ঘরে আগুন জ্বালাবার এখনই সময় আন্দোলনের এখনই সময় সংযোজনের এখনই সময় সংশোধনের এখনই সময় এগিয়ে যাবার এখনই সময় স্বপ্ন দেখার এখনই সময় উন্নয়নের

এখনই সময় উত্তরণের।

লেখক: বাংলা সংবাদ পাঠক, বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন। Kohinur Saki, FAVP, Reg<mark>ional Office, Chattogram</mark>.



শুভ কামনা

মু. তৌহিদুল আলম ফরহাদ

এ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার, আইসিটি ডিভিশন, প্রধান কার্যালয়, এসআইবিএল

হাঁটি হাঁটি পা পা করে এসেছি আমরা এতদুর. সেবা দিয়ে করব জয় এটাই মোদের প্রাণের সুর। উৎকর্ষ অবিরাম স্লোগান নিয়ে আলো ছড়ায় চারপাশ, পেয়েছি তাই বাংলাদেশে লাখো মানুষের বিশ্বাস। প্রযুক্তি আর সততায় ছড়িয়েছি আমরা আলো. ইসলামী ব্যাংকিং জগতে তাই আমাদের অবস্থান ভালো। বিশ্বাস আছে বুকের ভেতর প্রত্যয় অনুভবে, অঙ্গীকার আর স্বপ্ন জয়ের বছর এটাও হবে। নতুন বছর নতুন স্বপ্ন নতুন অনেক আশা, সব মিলিয়ে পেতে চাই দেশের মানুষের ভালোবাসা। সাথে আছি থাকব সদা বলছি বার বার, সব সময় ভালো থাকুক আমাদেব এসআইবিএল পবিবাব।





BRANDING FOR BUSINESS SUCCESS

randing is not a relatively novel concept what has gained much attention of late. It has a long legacy dated back to history and civilization. Branding had then its different nature and characteristics. From time immemorial people used to manifest unique characteristics of themselves, things, products or places. Over the period this propensity intensified. It is also intrinsic in nature that people tend to establish their dominance. In this process, unique qualities or characteristics of a particular things evolve. In this way of struggle to survive over similar other things, the especial characteristics turn to synonymous of the very thing. This familiarity becomes widespread when it gets popularity. More specifically, with the emergence of free market economy, corporations are in a race to establish their own identity in the market. Their identity is their Brands.

HOW LONG A BRAND WILL **DOMINATE THE** MARKET, MORE SUBTLY, THE MINDSET OF THE PEOPLE, THERE ARE COUNTLESS **EXAMPLES** THAT MANY BIG **BRANDS (MEGA COMPANIES) HAVE BEEN FORCED TO** GIVE UP THEIR **BUSINESS AND ABOLISHED FROM** THE MARKET.

Thus creating brand is the most crucial thing in today for any industry either food, garments, oil, technology, automobile, or services. Branding is neither just a logo

of a company nor a tagline of a product. Branding encapsulates the whole exceptional features of a company or product. A brand is a living entity which is commonly misconstrued. A brand grows, it matures. A brand sustains or it fades away. A brand encounters numerous obstacles in the way of developing as a market leader.

How much important branding is in the present day business context, when we find countries around the world come up with to promote their potentials and achievement to attract investment and tourism, which was confined to companies or products only few years back. They are trying to create a positive image for their nations. Very recently an America based research firm, Brand Finance, published a report on "Nation Brands-2018" where they brought out the brand image and brand value of different nations around the world. As a country Bangladesh

has seen a bounce of the value of its brand image from USD 2000 million in 2017 to USD 2600

2017 to USD 2600
million in 2018.
Only Bangladesh has
been able to rise its
worth among the
Southeast Asian
countries. Three
major parameters
for this are quality
of products and
services, sound
environment of
investment and
society. These three

also depend on tourism, market, good governance and competency. America is in the top of the list and second position is occupied by China. Countries like India, Thailand, and France have their brand names such as Incredible India, Amazing Tahiland, and New France respectively. Bangladesh has no such branding activities.

Branding has been extended from individual to corporations to countries. A successful CEO establishes a benchmark standard for his own, which is considered as individual branding. Similarly, pictures or images or activities of a company or product peep in our mind when we hear the name of that particular company or product. Because a set of standards have been ensured and people have accepted it positively. Familiarity and popularity achieved. A brand is established.

The crux of a brand is to face the survival competition. How long a brand will dominate the market, more subtly, the mindset of the people. There are countless examples that many big brands (mega companies) have been forced to give up their business and abolished from the market. A brand takes a long time to be established but takes no time to be diminished. Researches have found that companies spend more in expansion of the products rather than ensuring quality. To grab the quick attention of the consumers and make a place in the



market, companies go for all out expansion procedure for their new products through advertisements. campaigns etc. As a result a temporary reaction is seen among the people but in the long run people begin to ignore it. This type of branding activities bring drastic impacts for the particular product and the company as a whole. So, branding should be run so carefully that a new product can not affect the total brand image of the company because a brand reflects a company's overall position in the market, its strength, reputation, quality of products and so on.

A survey titled "The Company behind the Brand: In Reputation We Trust" was conducted in 2011 by Weber Shandwick and KRC Research in the US, the UK, Brazil and China to measure the rising interdependence of brand and corporate reputation. Consumers and senior business executives were the respondents of the survey. Among various other findings, it came out quite strongly that 60 percent of the market value is attributable to the company reputation. Some 96 percent of the CEOs surveyed were under the impression that a strong corporate brand is just as important as strong product brands. Companies must work on to consolidate their corporate brand image simultaneously with

The economic activities of the people are directed and controlled by their behavioral patterns.

product brand image.

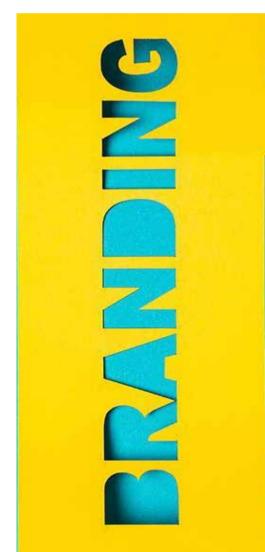
Here comes the issue of loyalty of brands. It is the extent of faithfulness to a particular brand, expressed through their repeated purchase, irrespective of the marketing pressure generated by the competing brands. It is a cerebral function of the purchasers or consumers. The ability to understand the collective psyche of the consumers and the shift or swing of their choices is perennially relatable in order to exist in the race.

Business boom largely depends on brand image. The reputation of a company is reflected through its brand. Branding is going to be the most critical and important issue for any company to sustain in the respective industry in the days to come because people, in this fast moving world, don't have enough time to investigate before

> IT IS A CEREBRAL **FUNCTION OF** THE PURCHASERS OR CONSUMERS. THE ABILITY TO UNDERSTAND THE COLLECTIVE **PSYCHE OF THE CONSUMERS** AND THE SHIFT OR SWING OF THEIR CHOICES IS PERENNIALLY **RELATABLE IN** ORDER TO EXIST IN THE RACE.

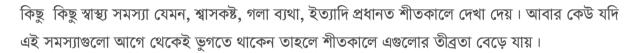
making decisions of purchasing any products or services. Then the decisions depend on the brand reputation of the company. Existing and upcoming companies have to think anew of their brand image or establishing a new brand for their future existence or expansion.

So, branding in the next stage will be at the center of policies taken by any corporation, business entity either big or small or new and the like, and how they compendiously manage their corporate branding as well as product branding.



HEALTH TIPS শীতকালীন ও পরবর্তী সময়ের স্বাস্থ্য সমস্যা ও প্রতিকার

ডা. ক্যাপ্টেন (অব.) যুবায়ের মাহমুদ এভিপি, এসআইবিএল





ঠাড়া লাগা

সাধারণ সর্দি-কাশি বা ঠান্ডা লাগলে
আপনার নাক বন্ধ হয়ে যেতে পারে বা
নাক দিয়ে পানি ঝরতে পারে। গলা ব্যথা
করবে, সাথে মাথা ব্যথা, মাংসপেশীর
ব্যথা, হাঁচি, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, চোখ এবং
চেহারায় চাপ অনুভব করতে পারেন।
আপনার স্বাদের অনুভূতি এবং ঘ্রাণশক্তি নষ্ট
হতে পারে। ছোট বাচ্চা এবং বয়স্কদের
একই রকম লক্ষণ দেখা যায়। তবে
বয়স্কদের তুলনায় ছোটদের এ লক্ষণগুলো
দীর্ঘস্থায়ী হয়।

এই সাধারণ ঠান্ডা কাশি থেকে মুক্তি পেতে যা করণীয় :

- ১. পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে হবে।
- ২. শরীরকে গরম রাখতে হবে।
- এ সময় শরীরে পানি শৃণ্যতা দেখা
 দিতে পারে । তাই প্রচুর পরিমাণে
 পানি পান করতে হবে । ফলের রস
 খেলেও উপকার পাবেন ।
- ৪. লবণ পানি দিয়ে গার্গল করতে হবে।
- ৫. ডাক্তারের পরামর্শ মত বন্ধ নাকে ড্রপ
 বা স্প্রে করা যেতে পারে।
- ৬. জ্বর হলে প্যারাসিটামল বা

- আইবুপ্রোফেন জাতীয় ঔষধ খেতে হবে।
- ভিটামিন সি, জিল্ক, রসুন ইত্যাদি ঠাভা প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

কখন ডাক্তারের কাছে যেতে হবে:

- যদি আপনার রোগ তিন সপ্তাহেও ভালো না হয়।
- হঠাৎ করে রোগের লক্ষণ খারাপের দিকে চলে যায়।
- থদি তাপমাত্রা তীব্রতর হয়় অথবা কাঁপুনি অনুভব করেন।
- আপনার শিশুর রোগ লক্ষণ নিয়ে বেশি বিচলিত হয়ে পডেন।
- ৫. যদি শ্বাস নিতে সমস্যা হয়় অথবা বুকে ব্যথা অনুভব করেন।
- ৬. যদি এই রোগের সাথে ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, ফুসফুসের রোগ, কিডনি বা স্নায়ুতন্ত্রের রোগ থাকে।
- যদি কেউ কেমোথেরাপি নিয়ে থাকেন।

এন্টিবায়োটিক:

সাধারণ সর্দি-জ্বুরে এন্টিবায়োটিকের

কোন ভূমিকা নেই। কারণ এগুলো এই রোগের লক্ষণকে কমাতে পারে না বা দ্রুত আরোগ্য লাভ করাতে পারে না। তবে যদি সাধারণ সর্দি কাশির সাথে ইনফেকশনের প্রমাণ পাওয়া যায় তবে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী এন্টিবায়োটিক খাওয়া য়েতে পারে।

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা:

এই সর্দি কাশি সাধারণত ভাইরাসের কারণে হয়ে থাকে এবং সহজেই অন্যান্য লোকের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। এক থেকে দুই সপ্তাহ সময় লাগে সম্পূর্ণ সুস্থ্য হতে। এই রোগ যাতে না ছড়ায় সেজন্য করণীয়:-

- কুসুম গরম পানি এবং সাবান দিয়ে প্রতিনিয়ত হাত ধৃতে হবে।
- ২. যদি কাশি বা হাঁচি হয় তখন টিস্যু পেপার ব্যবহার করতে হবে।
- ব্যবহৃত টিস্যুগুলোকে ডাস্টবিনে ফেলতে হবে।
- রোগীর ব্যবহৃত তোয়ালে এবং তৈজসপত্র অন্যরা ব্যবহার করতে পারবে না।





গলাব্যথা

শীতকালে গলাব্যথা খুবই সাধারণ ঘটনা এবং প্রায় ক্ষেত্রেই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়। এক সপ্তাহের মধ্যেই এই সমস্যা নিজে নিজেই ভালো হয়ে যায়।

লক্ষণ সমূহ:

- গলায় বয়থা প্রধানত খাবার খাওয়ার সময় হয়।
- ২. গলায় শুষ ভোব।

- ৩. মুখের পিছন দিকে লালচে ভাব।
- 8. মুখে দুর্গন্ধ এবং মৃদু কাশি।
- ৫. ঘাড়ের গ্রন্থিলো ফুলে যেতে পারে।
 এই সমস্যা নিরসনে লবণ মিশ্রিত গরম
 পানি দিয়ে গার্গল করতে হবে। প্রচুর
 পরিমাণে পানীয় পান করতে হবে। নরম
 খাবার খেতে হবে। ধূমপান করা যাবে না
 এবং যেখানে ধূমপান হয় সেসব জায়গা
 পরিহার করে চলতে হবে। সাথে বিশ্রামে

থাকতে হবে।

এ সমস্যায় প্যারাসিটামল অথবা
আইবুপ্রোফেন ট্যাবলেট খাওয়া যেতে
পারে। এছাড়াও কিছু লজেন্স পাওয়া যায়,
যেগুলো গলা ব্যথায় আরাম দেয়।
তীব্র ব্যথা অথবা দীর্যস্থায়ী গলা ব্যথা যা
ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত বলে প্রমাণ পাওয়া
যায় সেক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিকের প্রয়োজন
হতে পারে।



শ্বাসকষ্ট

ঠান্ডা বাতাস শ্বাসকষ্টের লক্ষণগুলোকে বাড়িয়ে দেয়। শ্বাসকষ্টের রোগীদের তাই শীতকালে খুবই সাবধানে থাকতে হয়।

লক্ষণসমূহ:

- শ্বাস নিতে গেলে বাঁশির মতো শব্দ হওয়া (হুইজিং)
- ২. শ্বাসকষ্ট।
- ৩. বুকে চাপ অনুভব করা
- ৫. শ্বাসকষ্ট বা এ্যাজমার তীব্রতা বৃদ্ধি

পেলে রোগীর খাওয়া, কথা বলা, ঘুম ইত্যাদির ব্যাঘাত ঘটে।

- ৬. হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়।
- অনেক সময় রোগী অবসয় হয়ে অচেতন হয়ে য়েতে পারে।
- ৮. শ্বাসকষ্ট বেশি হলে ঠোঁট, আঙ্গুল নীল হয়ে যায়।



জয়েন্টের ব্যথা

আগে থেকে যাদের জয়েন্টের ব্যথা আছে, তাদের অনেকেই অভিযোগ করে যে, শীতকালে তাদের এই ব্যথা আরো বেড়ে যায় এবং জয়েন্টগুলো শক্ত হয়ে যায়। এতে করে জয়েন্টের মুভমেন্ট সীমিত হয়ে পড়ে। আক্রান্ত জয়েন্টের চারদিক গরম হয়ে যায় এবং চামড়া লাল হয়ে যায়। শীতের এই সময় জয়েন্টের সমস্যাগুলো মোকাবেলা করার জন্য প্রতিদিন ব্যায়াম করা উচিত। বিশেষ করে সাঁতার এই ক্ষেত্রে খুবই উপকারী।



শুষ্ক চামড়া

শীতকালে চামড়া গুকিয়ে যাওয়া একটি সাধারণ ব্যাপার। এসময় কিছু ময়েশ্চারাইজিং লোশন ও ক্রীম ব্যবহার করা যেতে পারে। বিশেষ করে গোসলের পরে ও রাত্রিকালীন সময়ে। গোসলের পানি হওয়া উচিত কুসুম গরম কারণ বেশি গরম পানি চামড়াকে আরো বেশি শুষ্ক করে ফেলে। এই শুষ্ক ত্বকে চুলকানি বেড়ে যায়।

উপরোক্ত স্বাস্থ্য সমস্যাগুলো ছাড়াও নরোভাইরাসজনিত পেটের পীড়া, জ্বরঠোসা, হৃদরোগ, ফ্রু ইত্যাদি শীতকালের অন্যতম রোগ হলেও শীতের পরও এগুলোর প্রকোপ রয়ে যায়। তাই এ সময়ে নিজেদের বেশি করে যত্ন নেওয়া উচিৎ।





FINACIAL FREEDOM:

THE ULTIMATE DEFINITION OF RETIREMENT FOR THE 21ST CENTURY



MD. HARUN-OR-RASHID

EO, SIBL, Satarkul Road Branch, Dhaka Certified Finance Specialist





ne aim that we all have in common is that we all want to make more money. However, only a small percentage of us actually achieves the financial freedom as we long for. Being independent financially means one can maintain ones desired lifestyle without a regular paycheck or having zero debts. In other words, financial freedom is the 21st century definition of retirement. Financially independent people have assets that generate cash inflows which are at least equal to their expenses.

A person, for instance, having \$100 expenses per month over assets that generate \$110 per month, is to be treated as financially independent and the person is now free to spend his time doing with thing he enjoys without working a regular job to pay-off debts. Think of a person who receives \$100 as dividend from holding of stocks but he has expenses equal to or more than his income per month. In this case the person cannot be treated as financially independent as he is still incurring the liabilities or has to earn the difference each month just to pay-off his debts. However, when studying finance, we have to consider inflation. For example, an individual who needs \$100/ month for living expenses today, will need \$105/month next year and \$110.25/month the following year to support the same lifestyles assuming a 5% annual inflation rate. And key reasons for incurring financial problem in life are the lack of self discipline, self mastery and self control.

As such, financial freedom can be achieved by doing the followings:

Understand where you're at:

One can't achieve financial freedom without knowing one's starting point. Looking at how much debt one has, how much savings one does not have and how much money one needs by compiling a list of all of his debts like mortgage loans, student loans, car loans, credit cards, borrowings from friends/ family over the years. Also, by compiling a list of one's savings like savings accounts, stocks, FDRs and retirement plans and henceforth, an ideal balancing of cash inflows and cash outflows one can lead financial freedom in life.

Pay-off debts:

Many of us will tell you that it's wiser to invest your money in stocks instead of paying-off your debts. If you're an expert stock picker that may be true but you have to consider real rate of return. If you never invested in stocks before, you would end up incurring huge loss. For example, if you have \$500 as debt, even if you have \$200 cash in the bank, you can't really call yourself financially free as you're still incurring \$300 in the

gap. There are two main methods of paying-off debts: snowball and avalanche. Paying-off the smallest debts is called snowball and paying-off the debts with the highest interest rate is called avalanche and you decide what works best for you.

Look at money positively:

Begin to think positively about money you have earned as negative thinking can lead to an emotional obstacle that you must eradicate in order to achieve financial freedom accordingly. Many of us believe that money leads to the evil or money

MANY OF US
WILL TELL YOU
THAT IT'S WISER
TO INVEST YOUR
MONEY IN STOCKS
INSTEAD OF
PAYING-OFF YOUR
DEBTS. IF YOU'RE
AN EXPERT STOCK
PICKER THAT
MAY BE TRUE BUT
YOU HAVE TO
CONSIDER REAL
RATE OF RETURN.

can't buy happiness. Positivity about money can attract more opportunities and open up more doors.

Create additional sources of income:

Let's think about a person who has a lot more debt over salary. Now, how he can pay his debt off if he doesn't earn enough. Concentrate on active income (trading time for money) or passive income (money that can keep coming in, even while you sleep). If you trade your time for money, you're limited by the hours of the day like becoming a freelance writer, an uber driver etc. And, if you don't have much time to devote yourself for earning, you can focus on increasing your

income

streams

by

IT CAN BE SAID THAT FINANCIAL FREEDOM CAN **HELP YOU TAKE OWNERSHIP OF** YOUR FINANCES AND MORE **IMPORTANTLY** YOUR LIFE.

passive income like investing in stocks, savings certificates, FDRs, starting online store, selling profitable contents etc.

Plan every day in advance:

Planning each day, each week, and each month in advance will make you far sharper and more precise at everything you do. When you

Invest in yourself:

It's important to set aside some money for rainy days, retirement and any other adverse issues to help your family for netting off your debts and taxes. And this can be done easily by purchasing courses on money management, reading books on personal finances and finding articles online about money while moving on wheels as we almost spend 500 to 1,000 hours per year behind the wheel.

Design a spending plan:

We should maintain a simple spending plan by summarizing our key monthly expenditures including fixed essential costs (mortgage, rent, insurance, loan repayments etc.), variable essential costs (food, fuel & transport, repairs, phone & internet etc) and discretionary expenditure (meals out, nights out, movies etc).

In conclusion, it can be said that financial freedom can help you take ownership of your finances and more importantly your life.





মুনাফার সাথে আস্থাটাও বেশি



পঞ্চান্ন-উর্ধ্ব সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য

এসআইবিএল সুপার সেভিংস একাউন্ট

পঞ্চান্ন-উর্ধ্ব সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক নিয়ে এলো "এসআইবিএল সুপার সেভিংস একাউন্ট"

এই হিসাবের বৈশিষ্ট্য:

- এই হিসাবটি ইসলামী শরীআ'হ-এর মুদারাবানীতিতে পরিচালিত।
- দৈনিক স্থিতির উপর মুনাফা প্রদান।
- মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবের চেয়ে ১% বেশি মুনাফা প্রদান।
- প্রাথমিক জমা মাত্র ১০,০০০ টাকা।
- ন্যুনতম দৈনিক স্থিতির পরিমাণ ১০,০০০ টাকা।
- ১৮ বছর ও তদূর্ধ্ব মহিলারাও এই হিসাবটি খুলতে পারবেন।





ADIEU

MR. IHSANUL AZIZ. ADDITIONAL MANAGING DIRECTOR (04.02.2014-31.12.2018)

SIBL arranged a farewell program of Mr. Ihsanul Aziz, Additional Managing Director of Social Islami Bank Limited. The management of the Bank proudly recognized his contribution for this institution and heartily thanks him. We wish all the best for rest of his life. Mr. Aziz became emotional at the event. He heartily thanked the employer. He appreciated the Management for allowing him to work independently.



He took pride that he became able to contribute to Bank's growth. He also asserted that it has always been an honor and privilege to work in SIBL. He wished for a robust growth and vibrant presence of the Bank.

MR. G M HASAN, EVP, IAD (2003-2018)

The Management of the Bank bids farewell to Mr. G M Hasan, EVP, IAD on 29.11.2018. On the farewell ceremony, the Managing Director & CEO of SIBL Mr. Quazi Osman Ali expressed gratitude and thanks to him for his long contribution to this Bank for more than 15 years. AMDs and DMDs put their valuable remarks. Divisional Heads reminisced the past days and wished a prosperous and happy future. Mr. Hasan said that he was honored



and humbled by the love and honor showered on him by the Management and his colleagues. He said, "SIBL will live in my heart so long as I will live."

WE MOURN

Nothing is permanent in this impermanent world and neither are we. But the untimely departure of a loved one is different from any other pains we feel in our lifetime. A sense of deep shock and emptiness grip us when we lose permanently someone close to us. A sudden demise, whether it is natural or result of an accident, can lead the recipient of the news to trauma.

Our beloved colleague, Mr. Abdul Mannan Sarder, fell victim of a tragic car crash in the morning on 28 October 2018 while he was driving to Rajshahi to attend office. He was the Vice President & Manager of our Rajshahi Branch. He was born on 1 August 1960 at Bogura. He joined Social Islami Bank Limited on 15 November 2010 as AVP. He served the bank with utmost dedication and sincerity. He could establish himself as a leader at his workplace and as a good human being in his personal life.



His early departure is a great loss not only for his family but also for the SIBL family. He left behind his wife, two daughters and a lot of relatives, friends and colleagues to mourn. Now what we can do is only to pray for the eternal peace of his departed soul.

এসআইবিএল কিপিন্টা ত্যাক্ফ প্রকালের কল্যাণে স্থায়ী সঞ্চয়



স্থাবর সম্পত্তির পরিবর্তে
যে কোন অংকের টাকা
ব্যাংকে স্থায়ী আমানত হিসেবে জমা রেখে
প্রাপ্ত মুনাফা আপনার মনোনীত কিংবা
ব্যাংকের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায়
গরীব, দুঃস্থ ও আর্তমানবতার সেবায়
ব্যয় করার অনন্য সুযোগ
এসআইবিএল ক্যাশ ওয়াক্ফ স্কিম।

প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন

১৬৪৯১ নম্বরে



SCHOOL BANKING CONFERENCE

SIBL ARRANGED SCHOOL BANKING CONFERENCE-2018 AT JAMALPUR ZILLA SCHOOL AS LEAD BANK



Social Islami Bank Limited (SIBL), as lead bank, arranged School Banking Conference-2018 at Jamalpur Zilla School on 15 October 2018. Mr. Ahmed Kabir, Deputy Commissioner of Jamalpur, was present as chief guest while Mr. Qauzi Osman Ali, Managing Director & CEO of SIBL, presided over the conference. Mr. Rajeeb Kumer

Sarker, Additional District Magistrate of Jamalpur, Mr. Md. Mujibur Rahaman, District Education Officer of Jamalpur, Mr. Tuhin Kanti Chakroborty, DGM of Sonali Bank Limited, Mr. Imam Hasan, Deputy Director of Bangladesh Bank, were present at the event as special guests. Different banks in Jamalpur attended the event with their stalls. Parents, dignitaries, teachers and students of different schools along with the officials of different banks were also present at the event. School banking will create a sense of savings and financial discipline among the children which will help build a self-reliant life as emphasized by the MD & CEO of SIBL.







ক্টার্জিত রেমিটেন্স গ্রহণ করুন খুব সহজে

বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে প্রেরিত রেমিটেস দেশ ব্যাপী বিস্তৃত আমাদের যে কোন শাখা অথবা এজেন্ট আউটলেট থেকে উত্তোলন করা যায়।





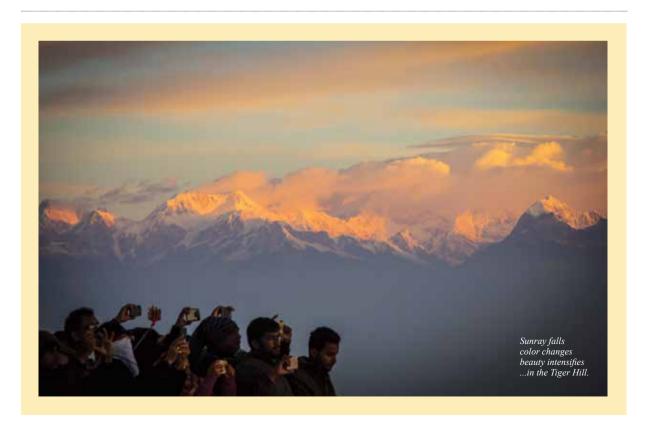






CAPTURED BY:

Md Emran Hasan Senior Executive Officer, Gulshan Branch









আপনার সংসার গুছিয়ে দিচ্ছি আমরা

এসআইবিএল ইসলামিক কনজ্যুমার ফাইন্যান্স আপনার সংসারের সৃষ্পী

আপনার সংসার গোছানোর আসবাবপত্র, শিক্ষা সামগ্রী, ইলেক্ট্রনিক ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্য কেনার সুন্দর সমাধান দিচ্ছি আমরা। বিনিয়োগের টাকা ১২–৬০টি মাসিক কিম্বিতে পরিশোধের সহজ ব্যবস্থাতো থাকছেই।









সোস্যাল ইসলামী ব্যাংকের ভিশন হলো ''দরদী সমাজ গঠনে সমবেত অংশগ্রহণ"। এই ব্রতকে ধারণ করে ব্যাংকিং সেবার পাশাপাশি দেশের অন্যতম এই আর্থিক প্রতিষ্ঠান নানামুখী সামাজিক কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। সারাদেশে বিনা মূল্যে চক্ষ্চিকিৎসা ক্যাম্প পরিচালনা, ঠোঁটকাটা ও তালুকাটা রোগীদের চিকিৎসা, অগ্নিদগ্ধ মানুষকে আর্থিক সহায়তা প্রদান, বিভিন্ন সময়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান, বার্ণ ইউনিটে ফোল্ডিং বেড ও শিশু বিভাগের জন্য ইনকিউবেটর প্রদান, মধুপুরের কাইলাকুরী হেল্থ প্রজক্তে আর্থিক সহায়তা প্রদান, পথ শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রমে আর্থিক সহায়তা প্রদান, গরীব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা প্রদানসহ নানা ধরনের সিএসআর কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক একটি দরদী সমাজ গঠনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। দরদী সমাজ গঠনের এই কার্যক্রমকে আরও জোরদার করতে গড়ে তোলা হয়েছে এসআইবিএল ফাউন্ডেশন।

এসআইবিএল ফাউন্ডেশন এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রকল্প হলো এসআইবিএল ফাউন্ডেশন হসপিটাল, ডায়াগনস্টিক ও ডায়ালাইসিস সেন্টার যার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো দেশের জনগণকে সাশ্রয়ী মূল্যে বিশ্বমানের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান। আর এ লক্ষ্যে হাসপাতালকে সুসজ্জিত করা হয়েছে আন্তর্জাতিক মানের অত্যাধুনিক ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতিতে। হাসপাতালের রোগীদের বেড হতে গুরু করে সকল যন্ত্রপাতিই আধুনিক ও ইউরোপীয় মান সম্পন্ন। এসআইবিএল ফাউন্ডেশন হসপিটাল, ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড ডায়ালাইসিস সেন্টার দেশের সর্বাপেক্ষা উন্নত ও বিশ্বস্ত রোগ নির্ণয় প্রতিষ্ঠান।

এটি সর্বাধুনিক ও উন্নত চিকিৎসা সরঞ্জামে সজ্জিত, আধুনিক ও উন্নত বিশ্বের সমকক্ষ মান সম্পন্ন, প্রতিরক্ষা হাসপাতালের প্রাক্তন সামরিক চিকিৎসকদের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত দেশের বিখ্যাত ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের চিকিৎসা টিমে সমৃদ্ধ এটি একটি নির্ভুল, নির্ভরযোগ্য এবং সাশ্রয়ী মূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান কেন্দ্র।



Quicker, Easier & Safer





Whatever You Plan You Can

- Balance Inquiry
- □ Mini Statement
- Utility Bill Payment
- □ Fund Transfer
- Credit Card Bill Payment
- □ Mobile Top-up
- Investment Account Outstanding
- Cheque Management
- ATM / Branch Location









